বহু যুগের ওপার হতে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

1..2
2..29
3..57
4..79
5..106
6..126

1

খৃষ্টপূর্ব যুগের পাটলিপুত্র। একটি রৌদ্র-ঝলমল প্রভাত। রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বার। দুই স্তম্ভের শীর্ষে সিংহ-মূর্তি। একটি স্তম্ভের মূলে শৃঙ্খলবদ্ধ একটি বিরাট হস্তী দাঁড়াইয়া শুণ্ড আন্দোলিত করিতেছে। অপর স্তম্ভের নিকট একটি বৃহদাকার দুন্দুভি; মুষলহস্তে একজন রাজপুরুষ মুষল উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান।

সিংহদ্বারের ভিতর দিয়া রাজপুরীর ভিন্ন ভিন্ন ভবনগুলি দেখা যাইতেছে। সম্মুখেই সভাগৃহ। তাহার আশেপাশে অস্ত্রাগার মন্ত্রভবন কোষাগার প্রভৃতি। প্রতীহার-ভূমিতে দুইজন ভীমকায় প্রতীহার পরশু স্কন্ধে লইয়া পরিক্রমণ করিতেছে।

যে রাজপুরুষ দুন্দুভির নিকট দাঁড়াইয়া ছিল সে উদ্যত মুষল দিয়া দুন্দুভির উপর বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। দুন্দুভি হইতে গম্ভীর নির্ঘোষ নির্গত হইল।

সিংহদ্বারের সম্মুখে তিন দিকে পথ গিয়াছে। দুইটি পথ গিয়াছে প্রকারের সমান্তরালে, তৃতীয় পথ সিংহদ্বার হইতে বাহির হইয়া সিধা সম্মুখ দিকে গিয়াছে। দেখা গেল, দুন্দুভির শব্দে আকৃষ্ট হইয়া বহু জনগণ সিংহদ্বারের দিকে আসিতেছে। পুরুষই অধিক, দুই-চারিটি স্ত্রীলোকও আছে। তাহারা আসিয়া দুন্দুভি ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

জনতার মধ্যে একটি লোক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাহার চোখের দৃষ্টি তীব্র, নাসিকার অস্থি ভগ্ন। নাম নাগবন্ধু। বয়স অনুমান পঁয়ত্রিশ বৎসর। সে একাগ্রদৃষ্টিতে রাজপুরুষের দিকে চাহিয়া ঘোষণার প্রতীক্ষা করিতেছে।

রাজপুরুষ যখন দেখিল বহু জনগণ সমবেত হইয়াছে, তখন দুন্দুভি বাদ্য স্থগিত করিল। দুই হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া জনতাকে নীরব থাকিবার অনুজ্ঞা জানাইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিল—

পাটলিপুত্রের নাগরিকবৃন্দ, শোনো...পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ চণ্ড যে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন শোনো...মন্ত্রী শিবমিশ্র মহারাজ চণ্ডের আদেশ উপেক্ষা করেছিল—

জনতার মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল, বিশেষত নাগবন্ধু যে শিবমিশ্রের নামোল্লেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইল। তাহার অধরোষ্ঠ নড়িতে লাগিল, যেন সে অস্ফুটস্বরে শিবমিশ্রের নাম উচ্চারণ করিতেছে।

ঘোষক রাজপুরুষ ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছে—

তাই মহারাজ চণ্ড তাকে দণ্ডাজ্ঞা দিয়েছেন—পাটলিপুত্রের মহাশ্মশানে বালুর মধ্যে শিবমিশ্রকে কণ্ঠ পর্যন্ত প্রোথিত করে রাখা হবে...রাত্রে শ্মশানের শিবাদল এসে শিবমিশ্রকে জীবন্ত ছিঁড়ে খাবে...।

জনতার চোখে-মুখে ভয়ের ছায়া পড়িয়াছে। নাগবন্ধু শুষ্ক অধর লেহন করিয়া জ্বলন্ত চক্ষে ঘোষকের পানে চাহিয়া আছে।

নাগরিকবৃন্দ, স্মরণ রেখো, অমিতবিক্রম মগধেশ্বর চণ্ডের আজ্ঞা যে ব্যক্তি লঙ্ঘন করে তার কী ভয়ঙ্কর শাস্তি। সাবধান সাবধান!...আরও জেনে রাখো, আজ দিবারাত্র মহাশ্মশান ঘিরে সতর্ক রাজপ্রহরী পাহারায় থাকবে...যদি কেউ শিবমিশ্রকে শ্মশান থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে তবে তার শূলদণ্ড হবে। সাবধান-সাবধান!

পুনরায় দুন্দুভি ধ্বনিত করিয়া রাজপুরুষ ঘোষণা শেষ করিল। জনতা স্থির হইয়া রহিল।

তারপর জনতার অগ্রভাগে ঈষৎ চাঞ্চল্য দেখা দিল। সিংহদ্বারের ভিতর হইতে প্রহরী পরিবেষ্টিত শিবমিশ্র বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার আকৃতি শুষ্ক, দুই চক্ষু নীরবে অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। হস্তদ্বয় শৃঙ্খলিত। নগ্ন স্কন্ধে উপবীত। আকৃতি দেখিয়া বয়স অনুমান পঞ্চাশ বছর মনে হয়।

জনতা নীরবে দ্বিধা ভিন্ন হইয়া পথ ছাড়িয়া দিল, শিবমিশ্র ও প্রহরিগণ অগ্রসর হইলেন। নাগবন্ধুর সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় শিবমিশ্র একবার তাহার পানে চক্ষু ফিরাইলেন। নাগবন্ধুর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল, সে কিছু বলিবার জন্য মুখ খুলিল, আবার মুখ বন্ধ করিল।

শিবমিশ্র জনব্যুহে অদৃশ্য হইলেন, কেবল তাঁহার পদক্ষেপের তালে তালে শৃঙ্খল বাজিতে লাগিল–ঝনাৎ ঝন– ঝনাৎ ঝন্

.

বহু স্তম্ভযুক্ত রাজসভার অভ্যন্তর।

মহিষাকৃতি মহারাজ চণ্ড সিংহাসনে আসীন। সিংহাসনটি ভূমির উপর স্থাপিত নয়, চারিটি স্বর্ণশৃঙ্খল দ্বারা শুন্যে দোদুল্যমান; মহারাজ তাহার উপর পদ্মাসনে বসিয়া মৃদু দোল খাইতেছেন। সিংহাসনের দুই পাশে দুইজন যুবতী কিঙ্করী; একজন ময়রপুচ্ছের পাখা দিয়া মহারাজকে বীজন করিতেছে, অন্যটি মণিমুক্তাখচিত সুরাভৃঙ্গার হস্তে মহারাজের তৃষ্ণার প্রতীক্ষা করিতেছে। রাজসিংহাসনের সম্মুখে দশ হস্ত ব্যবধানে সভাসদগণের আসন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট; তাহাদের মুখের গদগদ ভাব দেখিয়া বোঝা যায় তাহারা চাটুকার বয়স্য। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ সভা-জ্যোতিষী পুঁথিপত্র সম্মুখে লইয়া নিমীলিত নেত্রে বোধকরি গ্রহ-নক্ষত্রের চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন।

এক ঝাঁক নর্তকী সভার এক প্রান্ত হইতে নাচিতে নাচিতে প্রবেশ করিয়া রাজা ও সভাসদগণের মধ্যবর্তী ব্যবধান স্থল দিয়া বসন্তের প্রজাপতির মত অন্য প্রান্তে চলিয়া গেল। রাজা প্রত্যেকটি নর্তকীকে ব্যাঘ্র-চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিলেন : তাহারা অন্তর্হিত হইলে ভৃঙ্গারধারিণী কিঙ্করীর দিকে হাত বাড়াইলেন। কিঙ্করী ত্বরিতে পাত্র ভরিয়া রাজার হাতে দিল।

এই সময় রাজা-অবরোধের কঞ্চুকী স্বস্তিবাচন করিয়া সিংহাসনের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। চণ্ড সুরাপাত্র মুখে তুলিতে গিয়া তাহাকে দেখিয়া ভ্রুভঙ্গ করিলেন। বলিলেন—

কঞ্চুকী! কি চাও?

আয়ুষ্মন্ কঞ্চুকী নত হইয়া চণ্ডের কানে কানে কিছু বলিল। চণ্ডের ক্ষুদ্র চক্ষু দুষ্ট কৌতুকে নৃত্য করিয়া উঠিল।

মোরিকার কন্যা জন্মেছে! হো হো

সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া চণ্ড সভাসদমণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। জ্যোতিষীর ধ্যানস্থ মূর্তির উপর তাঁহার চক্ষু নিবদ্ধ হইল।

তিনি হুঙ্কার ছাড়িলেন—গ্রহাচার্য পণ্ডিত—

গ্রহাচার্য চমকিয়া চক্ষু মেলিলেন এবং ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শুভমস্তু-শুভমস্তু। আদেশ করুন মহারাজ।

চণ্ড বলিলেন—শোনো। কাল মধ্যরাত্রে রাজ-অবরোধের এক দাসী এক কন্যা প্রসব করেছে। তার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত কর।

গ্রহাচার্য আসন গ্রহণ করিয়া পুঁথি তুলিয়া লইলেন।–

শুভমস্তু। কন্যার পিতা কে মহারাজ?

এই সময় রাজবয়স্য বটুক ভট্টের তীক্ষোচ্চ হাসির শব্দ শোনা গেল। সিংহাসনের ঊর্ধ্বে শিকল অবলম্বন করিয়া বটুক ভট্ট মর্কটের মত ঝুলিতেছিলেন, তিনি মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন

গ্রহাচার্য মশায়, এটুকু বুঝতে পারলেন না। কন্যার পিতা আমি

চণ্ড ভ্রূকুটি করিয়া উর্ধ্বে চাহিলেন। —

বটুক—নেমে আয়।

বটুক শিকল ধরিয়া সড়াৎ করিয়া নামিয়া আসিলেন। তাঁহার আকৃতি ক্ষীণ ও খর্ব, মাথার উপর কেশগুচ্ছ চূড়ার আকারে বাঁধা। বয়স ত্রিশ বত্রিশ। তিনি গ্রহাচার্যের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন

শুনুন। মহারাজের অন্তঃপুরে দাসী মোরিকা কন্যার জন্ম দান করেছে—অন্তঃপুরে মহারাজ ছাড়া আর কোনও পুরুষের গতিবিধি নেই—সুতরাং কন্যার পিতা আমি। ইতি বটুকভট্টঃ। কেমন, বুঝেছেন তো?

গ্রহাচার্য অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—শুভমস্তু এবার বুঝেছি—মহারাজের কন্যা—তা শুভমস্তু শুভমস্তু

বটুক ভট্ট আশীর্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিলেন। —

আপনার মস্তকের বুদ্ধিও শুভমস্তু। ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড বলিলেন—এইবার কন্যার ভাগ্য গণনা কর।

এই যে মহারাজ

গ্রহাচার্য দারুপট্ট লইয়া খড়ি দিয়া আঁক কষিতে আরম্ভ করিলেন।

***

রাজ-অবরোধের একটি কক্ষ। রাজপ্রাসাদের তুলনায় কক্ষটি অত্যন্ত সাধারণভাবে সজ্জিত। কক্ষের এক কোণে ভূমির উপর শয্যা রচিত হইয়াছে। শয্যার উপর একটি

যুবতী পাশ ফিরিয়া শুইয়া আছে; তাহার বুকের কাছে, বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে একটি সদ্যোজাত শিশু। যুবতী অসামান্যা সুন্দরী; কিন্তু বর্তমানে তাহার দেহ শীর্ণ, মুখ রক্তহীন।

মোরিকার বুকের কাছে বস্তুপিণ্ড ঈষৎ নড়িয়া উঠিল; তারপর তাহার ভিতর হইতে ক্ষীণ কাকুতি বাহির হইল। মোরিকা বস্ত্রাচ্ছাদন তুলিয়া শিশুকে দেখিল, আরও গাঢ়ভাবে বুকের কাছে টানিয়া লইল।

***

রাজসভায় গ্রহাচার্য জন্মকুণ্ডলী রচনা শেষ করিয়াছেন, অস্বস্তিপূর্ণ চক্ষে কুণ্ডলীর পানে চাহিয়া আছেন।

চণ্ড প্রশ্ন করিলেন—কি দেখলে? কন্যা ভাগ্যবতী?

গ্রহাচার্য কুণ্ডলী হইতে শঙ্কিত চক্ষু তুলিলেন। বলিলেন—

আয়ুষ্মন্ এই কন্যা—এহুম-বড়ই কুলক্ষণা, প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—সাক্ষাৎ বিষকন্যা

চণ্ডের চক্ষু ঘূর্ণিত হইল

বিষকন্যা!

গ্রহাচার্য বলিলেন—হাঁ মহারাজ, গ্রহনক্ষত্র গণনায় তাই পাওয়া যাচ্ছে। আপনি একে বর্জন করুন—শুভমস্তু শুভমস্তু।

চণ্ডের ললাটে গভীর ভ্রূকুটি দেখা দিল। তিনি বলিলেন—বটে—বিষকন্যা। প্রিয়জনের অনিষ্টকারিণী—কোন্ প্রিয়জনের অনিষ্ট করবে?

গ্রহাচার্য আবার জন্মপত্রিকা দেখিলেন—মাতা-পিতা দুজনেরই অনিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে—শুভমস্তু-মঙ্গল আর শনি পিতৃস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি দিচ্ছে। তাই বলছি মহারাজ, আপনার কল্যাণের জন্য এই বিষকন্যাকে ত্যাগ করুন।

বটুক ভট্ট এক চক্ষু মুদিত করিয়া এই বাক্যালাপ শুনিতেছিলেন, তিনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—বয়স্য, গ্রহবিপ্রের কথা শুনবেন না, বটুক ভট্টের কথা শুনুন। বিষকন্যা জন্মেছে ভালই হয়েছে। এই দাসী কন্যাটাকে সযত্নে পালন করুন; সে যখন বড়-সড় হবে তখন তাকে নগর-নটীর পদে বসিয়ে দেবেন। ব্যস, আপনার দুষ্ট প্রজারা সব একে একে যমালয়ে চলে যাবে। ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড সক্রোধে বটুক ভট্টের দিকে ফিরিলেন এবং বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার চূড়া ধরিয়া ঝাঁকানি দিলেন; বটুক ভট্টের ঘাড় লটপট করিতে লাগিল।

বুটক, তোর জিভ উপড়ে ফেলব।

এই যে মহারাজ– বটুক দীর্ঘ জিহ্বা বাহির করিয়া দিলেন। চণ্ডের ক্রুদ্ধ মুখে ক্রমশ হাসি ফুটিল। তিনি বটুক ভট্টের চূড়া ছাড়িয়া দিয়া এক চষক সুরা পান করিলেন।

ইতিমধ্যে গণদেব নামে একজন সভাসদ সভায় প্রবেশ করিয়াছিল এবং একটি শূন্য আসনে বসিয়া পার্শ্ববর্তী সভাসদের সহিত মৃদু বাক্যালাপ করিতেছিল। চণ্ড সুরাপাত্র নিঃশেষ করিয়া উদ্বিগ্নমুখে সভাসদগণের পানে চাহিলেন। বলিলেন

এখন এই বিষকন্যাটাকে নিয়ে কি করা যায়?

গণদেব নিজ আসনে উঁচু হইয়া হাত জোড় করিল—

মহারাজ, আমি বলি, মন্ত্রী শিবমিশ্রকে যে-পথে পাঠিয়েছেন এই বিষকন্যাকেও সেই পথে পাঠিয়ে দিন, রাজ্যের সমস্ত অনিষ্ট দূর হোক।

ক্রুর হাসিয়া চণ্ড গণদেবের পানে চাহিলেন—

মহামন্ত্রী শিবমিশ্র এখন কি করছেন কেউ বলতে পারো?

গণদেব বলিল—এইমাত্র দেখে আসছি। তিনি মহাশ্মশানে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে শ্মশানশোভা নিরীক্ষণ করছেন। ব্রাহ্মণভোজন করাবো বলে কিছু মোদক নিয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম ব্রাহ্মণের মিষ্টান্নে রুচি নেই।

চণ্ড অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন। সভাসদগণও দেখাদেখি হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে হাসি ভাল ফুটিল না। চণ্ডের মুখ আবার গম্ভীর হইল, তিনি গূঢ় গর্জনে বলিলেন—

শিবমিশ্র আমার কথার প্রতিবাদ করেছিল তাই তার এই দশা—আজ রাত্রে শিবাদল তাকে ছিঁড়ে খাবে। তোমরা স্মরণ রেখো।

সভাসদগণ হেঁটমুখে নীরব রহিলেন। বটুক ভট্ট হাই তুলিয়া তুড়ি দিলেন—

আজ তবে সভা ভঙ্গ হোক-ইতি বটুকভট্টঃ।

চণ্ড সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বটুক ভট্ট অমনি সিংহাসনে গুটিসুটি পাকাইয়া শুইয়া পড়িলেন। চণ্ড গ্রহাচার্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

গ্রহাচার্য, তুমি যা বলেছ তাই হবে। কন্যা আর তার মা দুজনকেই আজ রাত্রে মহাশ্মশানে পাঠাব, সেখানে মা তার মেয়েকে স্বহস্তে শ্মশানে সমাধি দেবে। তাহলে গ্রহদোষ দূর হবে তো?

গ্রহাচার্য কাঁপিয়া উঠিলেন—

মহারাজ! এত কঠোরতার প্রয়োজন নেই—শুভমস্তু-কন্যাকে ভাগীরথীর জলে বিসর্জন দিন, কন্যার মাতার কোনও অপরাধ নেই-তাকে দিয়ে এমন-~-

চণ্ড গর্জন করিয়া উঠিলেন—অপরাধ নেই! সে এমন কুলক্ষণা কন্যার জন্ম দিয়েছে কেন?

গ্রহাচার্য আরও কিছু বলিবার উপক্রম করিলে চণ্ড উদ্ধতভাবে হাত তুলিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিলেন—

থাক, তোমার বাক্-বিস্তার শুনতে চাই না। যা করবার আমি স্বহস্তে করব।

চণ্ডের মুখ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।

***

রাত্রি। রাজ-অবরোধের দাসী মোরিকার ঘরের কোণে দীপ জ্বলিতেছে। দাসী মোরিকা শয্যার উপর নতজানু হইয়া ব্যাকুল ঊর্ধ্বমুখে মহারাজ চণ্ডের পানে চাহিয়া আছে। তাহার পাশে বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে সদ্যোজাত শিশু। মহারাজ চণ্ডের মুখে কঠিন ক্রোধ, হস্তে একটি লৌহ খনিত্র।

মোরিকা বলিল—মহারাজ, দয়া করুন—

চণ্ড বলিলেন—দয়া! বিষকন্যা প্রসব করে দয়া চাও! তোমাকে হত্যা করব না এই দয়া কি যথেষ্ট নয়?

মোরিকা গলদশ্রুনেত্রে বলিল-আমাকেই হত্যা করুন মহারাজ। কিন্তু এই নিষ্পাপ শিশু—আপনার কন্যা-দয়া করুন-দয়া করুন—

মোরিকা চণ্ডের পদতলে পড়িল। কিন্তু চণ্ডের হৃদয় দ্রব হইল না। তিনি বলিলেন

যা আদেশ করেছি পালন করতে হবে—নিজের হাতে একে মহাশ্মশানের বালুতে জীবন্ত সমাধি দিতে হবে।

পদতল হইতে মুখ তুলিয়া মোরিকা হাত জোড় করিল—

ক্ষমা করুন—দয়া করুন। নিজের সন্তানকে নিজের হাতেনা না, আমি পারব না।

চণ্ড ভয়ঙ্কর স্বরে কহিলেন—পারবে না!

চণ্ড হেঁট হইয়া বস্তুপিণ্ডসুদ্ধ শিশুকে বাম হস্তে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিলেন

পারবে না! তবে তোমার চোখের সামনে এই সর্পশিশুকে মাটিতে আছড়ে মারব—

বস্তুপিণ্ডের মধ্যে শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মোরিকা দুই বাহু তুলিয়া আর্তব্যাকুল স্বরে বলিল

না, দিন, আমাকে দিন—আমি—আপনার আদেশ পালন করব

চণ্ড শিশুর বস্তুপিণ্ড নামাইলেন, মোরিকা তাহা নিজ বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিল। চণ্ড দ্বারের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন

যাও-এই নাও খনিত্র।

মোরিকা খনি লইল। প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস তাহার বক্ষ হইতে নির্গত হইল। সে স্খলিতপদে দ্বারের দিকে চলিল। সে দ্বারের কাছে পৌঁছিলে চণ্ড বলিলেন—

মহাশ্মশান থেকে তুমি ফিরে আসতে পার, কিন্তু বিষকন্যা যেন ফিরে না আসে।

মোরিকা দ্বারের কাছে একবার দাঁড়াইল, তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

***

চন্দ্রালোকিত মহাশ্মশান।

যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ বালুকা; কেবল উত্তরদিক ঘিরিয়া ভাগীরথীর ধারা কলঙ্করেখার মত দেখা যাইতেছে। বালুকার উপর অসংখ্য নরকঙ্কাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত; মাঝে মাঝে লৌহশূল উচ্চ হইয়া আছে। শূলশীর্ষে কোথাও বীভৎস উলঙ্গ মনুষ্যদেহ বিদ্ধ হইয়া আছে, কোথাও বা শূলমূলে মাংসহীন কঙ্কাল পুঞ্জীভূত হইয়াছে। বহু দূরে গঙ্গার তীরে অনির্বাণ চুল্লীতে রক্তবর্ণ অঙ্গার জ্বলিতেছে।

এই মহাশ্মশানের ভিতর দিয়া মোরিকা চলিয়াছে। ডান হাতে বুকের কাছে বস্ত্রাচ্ছাদিত শিশুকে ধরিয়া আছে, বাঁ হাতে খনিত্র। সে ত্রাস-বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিতেছে আর ক্লান্ত পদযুগল টানিয়া টানিয়া চলিতেছে। একটা নিশাচর পাখি কর্কশ ডাক দিয়া তাহার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল।

মোরিকা ভয় পাইয়া বালুর উপর পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠিয়া চারিদিকে চাহিল। বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু ক্ষীণকণ্ঠে একবার কাঁদিল। মোরিকা তাহাকে বুকে চাপিয়া দ্রুত পলায়ন করিবার জন্য একদিকে ছুটিল।

একটি শূলের অর্ধপথে একটা নরদেহ বীভৎস ভঙ্গিতে বিদ্ধ হইয়া আছে, দুইটা শৃগাল ঊর্ধ্বমুখ হইয়া সেই দুষ্প্রাপ্য খাদ্যের দিকে তাকাইয়া আছে; চন্দ্রালোকে তাহাদের চক্ষু জ্বলিতেছে। মোরিকা এই দিকে আসিতেছিল, হঠাৎ শূল দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, তারপর বিপরীত দিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

শৃগালের মিলিত ঐক্যনাদ শুনা যাইতেছে। দূর হইতে দেখা গেল, একপাল শৃগাল বালুর উপর চক্রাকারে বসিয়া ঊর্ধ্বমুখে ডাকিতেছে। মোরিকা সেই দিকে ছুটিতে ছুটিতে আবার পড়িয়া গেল। বস্তুপিণ্ডের মধ্যে শিশু তাহার বাহুবন্ধন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল।

মোরিকা উঠিয়া বসিল; তাহার চক্ষে অর্ধোম্মাদ দৃষ্টি। সে সহসা খনিত্র লইয়া বালু খনন আরম্ভ করিল। অনতি-গভীর একটি গর্ত হইলে মোরিকা দুই হস্তে বস্তুপিণ্ড লইয়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল, তারপর বালু দিয়া গর্ত পূর্ণ করিতে লাগিল। শিশুর কণ্ঠে আবার ক্ষীণ আকুতি শুনা গেল।

কিন্তু গর্ত পূর্ণ হইবার পূর্বেই মোরিকা আবার শিশুকে তুলিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিল। তাহার উন্মত্ত দৃষ্টি পড়িল দূরে গঙ্গার শ্যামরেখার উপর। সে বিকৃত কণ্ঠে চিৎকার করিয়া উঠিল

গঙ্গা! মা জাহ্নবী, তুমি আমাদের কোলে স্থান দাও

এক হাতে খনিত্র, অন্য হাতে শিশুকে বুকে চাপিয়া মোরিকা গঙ্গার অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

গঙ্গার নিকটে অনির্বাণ চুল্লী। চুল্লীর পশ্চাৎপটে দেখা গেল, একদল শৃগাল কোনও অদৃশ্য কেন্দ্রের চারিধারে ব্যূহ রচনা করিয়াছে। শৃগালচক্রের মধ্য হইতে হঠাৎ মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন ফুঁসিয়া উঠিল কিন্তু মনুষ্য দেখা গেল না।

মোরিকার মুহ্যমান চেতনা মনুষ্যের কণ্ঠস্বরে যেন ঈষৎ সজাগ হইল, পাশ দিয়া যাইতে যাইতে সে থমকিয়া দাঁড়াইল। আবার মনুষ্যকণ্ঠের তর্জন শুনা গেল; শৃগালেরা পিছু হটিল। তখন মোরিকা ভয়ার্ত চক্ষে দেখিল, শৃগালচক্রের মাঝখানে বালুর উপর একটি নরমুণ্ড। দেহ নাই—কেবল মুণ্ড।

মোরিকার কণ্ঠ হইতে অস্ফুট চিৎকার বাহির হইল; সে কোন্ দিকে পালাইবে ভাবিয়া পাইল না, অবশ দেহে দাঁড়াইয়া রহিল।

সহসা সেই নরমুণ্ড উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিল—

কে তুমি? প্রেত পিশাচ নিশাচর যে হও আমাকে রক্ষা কর

মোরিকা অবশে সেই দিকে দুই পদ অগ্রসর হইল; শৃগালেরা তাহাকে আসিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ অনিচ্ছায় আরও দূরে সরিয়া গেল।

মোরিকা কম্পিতকণ্ঠে কহিল–কে তুমি?

আকণ্ঠ প্রোথিত শিবমিশ্রের দুই গণ্ড শৃগালদষ্ট, রক্ত ঝরিতেছে। তিনি তীব্র ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলেন—

ভয় নেই—আমি মানুষ। আমার নাম শিবমিশ্র। তুমি যে হও আমাকে বাঁচাও

মন্ত্রী শিবমিশ্র!

মোরিকা ছুটিয়া আসিয়া শিবমিশ্রের নিকট নতজানু হইল, শিশুকে মাটিতে রাখিয়া প্রাণপণে খনিত্র দিয়া বালু খুঁড়িতে লাগিল।

মোরিকা বালু খুঁড়িয়া শিবমিশ্রকে বাহির করিয়াছে; তিনি বালুর উপর শুইয়া অতি কষ্টে দীর্ঘনিশ্বাস গ্রহণ করিতেছেন। মোরিকার ক্লান্ত দেহও মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে; তাহার প্রাণশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে শিবমিশ্র কথা বলিলেন

তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, তোমার পরিচয় জানতে চাই। কে তুমি? এত রাত্রে এই ভয়ঙ্কর মহাশ্মশানে কি জন্য এসেছ?

মোরিকা উত্তর দিল না, কেবল অঙ্গুলিনির্দেশে বস্ত্রাবৃত শিশুকে দেখাইল। শিশু এই সময় ক্ষীণ শব্দ করিল।

শিবমিশ্র উঠিয়া বসিলেন, গণ্ডের রক্ত মুছিয়া বলিলেন

শিশু! শিশু নিয়ে এত রাত্রে শ্মশানে এসেছ! কে তুমি? তোমার নাম কি?

মোরিকা নিমীলিত কণ্ঠে বলিল—

আমার নাম—মোরিকা। আমি রাজপুরীর দাসী

শিবমিশ্রের চক্ষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল

রাজপুরীর দাসী—ময়ুরিকা! বুঝেছি-তুমি কবে এই সন্তান প্রসব করলে?

মোরিকা বলিল—কাল রাত্রে

কিছুক্ষণ নীরব। মোরিকা কয়েকবার দীর্ঘনিশ্বাস টানিল, যেন তাহার শ্বাসকষ্ট হইতেছে।

শিবমিশ্র বলিলেন—হতভাগিনি! মহারাজ চণ্ডের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছ তাই তোমার এই দণ্ড?

মহারাজ আজ্ঞা দিয়েছেন কন্যাকে নিজের হাতে শ্মশানে সমাধি দিতে হবে—

কিন্তু কেন? কী তোমার কন্যার অপরাধ?

সভাপণ্ডিত গণনা করে বলেছেন আমার কন্যা বিষকন্যা-পিতার অনিষ্টকারিণী—তাই।

শিবমিশ্রের চক্ষু ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—

বিষকন্যা! পিতার অনিষ্টকারিণী! দেখি—আমি বিষকন্যার লক্ষণ চিনি—

শিবমিশ্র উঠিয়া শিশুকে তুলিয়া লইলেন; সন্তর্পণে বস্ত্রাবরণ সরাইয়া দেখিলেন। কিন্তু চন্দ্রালোকে ভাল দেখা গেল না। শিবমিশ্র তখন শিশুকে লইয়া অনির্বাণ চিতার নিকট গেলেন। চিতার নিকট অনেক ইন্ধনকাষ্ঠ পড়িয়া ছিল, একটি কাষ্ঠখণ্ড লইয়া জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করিলেন; দপ করিয়া আগুনের শিখা জ্বলিয়া উঠিল। তখন সেই আলোকে শিবমিশ্র নগ্ন শিশুর দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষা করিতে করিতে পৈশাচিক উল্লাসে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি শিশুকে বুকে লইয়া দ্রুত মোরিকার কাছে ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন—

তোমার কন্যা বিষকন্যাই বটে

মোরিকা উত্তর দিল না, ভূমিশয্যায় পড়িয়া শেষবার অতি গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল। শিবমিশ্র জানিতে পারিলেন না, মোরিকার পাশে নতজানু হইয়া আগ্রহ-কম্পিত স্বরে বলিলেন

বৎসে, তুমি তোমার কন্যা আমাকে দান কর, কেউ জানবে না। তুমি রাজপুরীতে ফিরে গিয়ে বোলো যে রাজাজ্ঞা পালন করেছ

মোরিকার নিকট হইতে কোনও সাড়া না পাইয়া শিবমিশ্র থামিলেন, নত হইয়া মোরিকার মুখ দেখিলেন; তারপর তাহার শীর্ণ মণিবন্ধে অঙ্গুলি রাখিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার অঙ্গুলি হইতে মোরিকার মৃত হস্ত মাটিতে পড়িল। শিবমিশ্র শিশুকে সবলে বুকে চাপিয়া ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলিলেন।

এই ভাল। এ কন্যা এখন আমার।

এই সময় আকাশের অঙ্গে আগুনের রেখা টানিয়া রক্তবর্ণ উল্কা পিণ্ডাকারে জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে শিবমিশ্র শিশুর মুখের দিকে চাহিলেন। নিজ মনেই বলিলেন

এ প্রকৃতির ইঙ্গিত। তোমার নাম রাখলাম——উল্কা! উল্কা!

মোরিকার মৃতদেহ পশ্চাতে ফেলিয়া শিবমিশ্র গঙ্গার অভিমুখে চলিলেন। শিবাদল দূরে সরিয়া গিয়াছিল, এখন আবার মোরিকার দেহ ঘিরিয়া ধরিল।

গঙ্গার জলে একটি ক্ষুদ্র ডিঙা দেখা গিয়াছিল। ডিঙার আরোহী মাত্র একজন; সে দাঁড় টানিয়া শ্মশানের দিকেই আসিতেছে। শিবমিশ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখ সংশয়াকুল হইয়া উঠিল।

ডিঙার আরোহী তীরে ডিঙা ভিড়াইয়া লাফাইয়া নামিয়া পড়িল। শিবমিশ্র চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করিলেন।

কে তুমি?

দ্বিতীয় ব্যক্তি দৌড়িয়া কাছে আসিল এবং শিবমিশ্রের পদতলে পতিত হইল—

আর্য শিবমিশ্র—

সে যখন আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, শিবমিশ্র তখন তাহাকে চিনিতে পারিলেন—ভগ্ননাসিক নাগবন্ধু।

নাগবন্ধু! তুমি?

নাগবন্ধু বলিল—প্রভু, অতি কষ্টে নৌকোয় করে শ্মশানে এসেছি। আপনি কি করে বালু-সমাধি থেকে মুক্তি পেলেন জানি না। কিন্তু আর বিলম্ব নয়, চলুন, রাত্রি শেষ হবার আগেই আপনাকে গঙ্গার পারে লিচ্ছবি দেশে পৌঁছে দেব।

শিবমিশ্র বলিলেন—নাগবন্ধু, তুমি আমার দুর্দিনের বন্ধু। চল, লিচ্ছবি দেশেই যাব—সেখানে রাজা নেই

শিবমিশ্র শিশুকে বুকে লইয়া নৌকায় উঠিয়া বসিলেন। নাগবন্ধু দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল।

***

দুইদিন পরের ঘটনা। বৈশালীর মন্ত্রভবনে উচ্চ বেদীর উপর তিনজন বয়স্থ কুলপতি পাশাপাশি বসিয়া আছেন। শিবমিশ্র তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া। তাঁহার গণ্ডে এখনও রক্ত শুকাইয়া আছে, ক্রোড়ে বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে শিশু। পশ্চাতে নাগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনেরই আকৃতি শুষ্ক ক্লান্ত ধূলিধূসর!

শিবমিশ্র শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে বলিতেছেন—

লিচ্ছবির মহামান্য কুলপতিগণ, আমি মগধ থেকে আসছি। আমার নাম হয়তো আপনাদের অপরিচিত নয়, আমি মগধের ভূতপূর্ব মহাসচিব শিবমিশ্র।

প্রথম কুলপতি বলিলেন—শিবমিশ্র! চণ্ডের মহাসচিব শিবমিশ্র!

শিবমিশ্র বলিলেন—হাঁ। মহারাজ চণ্ড আমাকে শ্মশানে আকণ্ঠ প্রোথিত করে রেখেছিলেন; তাঁর ইচ্ছা ছিল, রাত্রে শিবাদল এসে আমার দেহ ছিঁড়ে খাবে। মহারাজের অভিলাষ কিন্তু সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়নি (নিজ গণ্ড স্পর্শ করিলেন), দৈববশে আমি রক্ষা পেয়েছি। মগধে আমার স্থান নেই, তাই আমি বৈশালীতে এসেছি

দ্বিতীয় কুলপতি বলিলেন—আর্য শিবমিশ্র, শত্রু হলেও আপনি মহামান্য ব্যক্তি—আমাদের অতিথি। আসন গ্রহণ করুন আর্য।

শিবমিশ্র বলিলেন—আগে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন, তবে আসন গ্রহণ করব।

তৃতীয় কুলপতি বলিলেন—কী আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করুন।

শিবমিশ্র কহিলেন—আমি যতদিন মগধের মহামন্ত্রী ছিলাম ততদিন বৈশালীর শত্রুতা করেছি—মগধের শত্রু তখন আমার শত্রু ছিল। কিন্তু আজ মগধ আমাকে ত্যাগ করেছে। কুলপতিগণ, শুনুন, আমি শপথ করছি—চণ্ডকে উচ্ছেদ করব, মগধ থেকে শিশুনাগ বংশের নাম লুপ্ত করব। শিশুনাগ বংশ বিষধর সর্পের বংশ, ও বংশে বাতি দিতে কাউকে রাখব না—

দ্বিতীয় কুলপতি সানন্দে বলিলেন—সাধু! সাধু! আমরাও তাই চাই!

শিবমি বলিতে লাগিলেন—আপনাদের কাছে আমার প্রার্থনা, আপনারা গোপনে আমাকে আশ্রয় দিন; আমি যে বৈশালীতে এসেছি বা জীবিত আছি একথা যেন কেউ না জানতে পারে। আজ থেকে আমার নাম শিবমিশ্র নয়—শিবামিশ্র।

তিনি নিজের গণ্ড স্পর্শ করিলেন। কুলপতি তিনজন পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।

প্রথম কুলপতি বলিলেন—আমরা আপনার প্রার্থনা সানন্দে পূর্ণ করব। যদি আর কিছু অভিলাষ থাকে বলুন।

শিবামিশ্র বলিলেন—আর কিছু না। শিশুনাগ বংশকে আমি নিজে ধ্বংস করতে চাই, কারুর সাহায্য চাই না। আপনারা শুধু আমাকে একটি পর্ণকুটির দান করুন।

দ্বিতীয় কুলপতি বলিলেন—পর্ণকুটির! আপনাকে অট্টালিকায় বাস করতে হবে। শিবামিশ্র মহাশয়, বৈশালী রাজতন্ত্র নয়, প্রজাতন্ত্র; কিন্তু তাই বলে বৈশালীতে গুণীর আদর নেই এ অপবাদ কেউ দিতে পারবে না।

শিবামিশ্র আশীর্বাদের ভঙ্গিতে এক হাত তুলিলেন—

ধন্য আপনারা ধন্য।

এই সময় বস্ত্রপিণ্ডের মধ্যে শিশু ক্ষীণ শব্দ করিল। কুলপতিরা চমকিয়া চাহিলেন।

প্রথম কুলপতি বলিলেন—এ কি! শিশুর কান্না!

শিবামিশ্র বলিলেন—হাঁ—একটি কন্যা।

আপনার কন্যা?

এখন আমারই কন্যা। মহাশ্মশানে ওকে কুড়িয়ে পেয়েছি, মহাশ্মশানের অনির্বাণ চুল্লী থেকে এই অগ্নিকণা তুলে এনেছি—একদিন এই অগ্নিকণা দাবানলের মত শিশুনাগ বংশকে ভস্ম করে দেবে।

শিবামিশ্র নাগবন্ধুর দিকে ফিরিলেন

নাগবন্ধু, তুমি মগধে ফিরে যাও বৎস। গোপনে গোপনে চণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তোলো। এক দিনের কাজ নয়, এ সর্পবংশ নির্মূল করতে অনেক দিন লাগবে; ধৈর্য হারিও না। মাঝে মাঝে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও। মগধের সঙ্গে তুমিই আমার একমাত্র যোগসূত্র—এস বৎস।

নাগবন্ধু নতজানু হইয়া শিবামিশ্রের পদস্পর্শ করিল, শিবামিশ্র তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

2

অতঃপর দশ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

বৈশালী নগরীর সুরম্য রাজপথ। পথের দুই পাশে উচ্চ অট্টালিকা। পথ দিয়া জনস্রোত চলিয়াছে, দুই-চারিটি রথ ও শিবিকাও যাতায়াত করিতেছে। খর রৌদ্রে চারিদিক উজ্জ্বল।

একজান পাণ্ডা জাতীয় লোক একটি নবাগত বিদেশীকে নগর দেখাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। পাণ্ডা লোকটি চতুর বাকপটু; বিদেশীর চেহারা বোকাটে ধরনের কিন্তু মুখের ভাব সন্দিগ্ধ। তাহারা বাক্যালাপ করিতে করিতে চলিয়াছে।

নির্দেশক বলিল—আপনি দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, বৈশালীর মত এমন নগর আর্যাবর্তে আর পাবেন না। মর্তে অমরাবতী-সাক্ষাৎ ইন্দ্রপুরী!

দর্শক বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল–হুঁ হুঁ, আমাকে আর বোকা বুঝিও না—আমি কাশী কাঞ্চি অবন্তী সব দেখেছি।

নির্দেশক বলিল—আরে মশায়, তা তো দেখছেন। কিন্তু বৈশালীর মত এমন বড় বড় অট্টালিকা দেখেছেন? এখানে দ্বিভূমক সপ্তভূমক অট্টালিকা আছে। আপনার কাশী কাঞ্চিতে আছে?

দর্শক চক্ষু পাকাইয়া বলিল—কি বলছ হে তুমি? অবন্তীতে এমন উঁচু অট্টালিকা আছে যে আকাশকে ফুটো করে দিয়েছে—সেই ফুটো দিয়ে অপ্সরাদের দেখা যায়!

এই সময় পাশের পথ দিয়া একটি চতুর রথ সবেগে বাহির হইয়া আসিল। আর একটু হইলে দর্শক মহাশয় চাপা পড়িতেন, কিন্তু নির্দেশক ক্ষিপ্রহস্তে তাহাকে টানিয়া লইল। রথ চলিয়া গেল।

নির্দেশক বলিল-আরে মশায়, শেষে কি রথ চাপা পড়ে মারা যাবেন?

দর্শকের দৃষ্টি কিন্তু রথের দিকে

কার রথ? রাজার রথ বুঝি!

নির্দেশক ক্ষুব্ধস্বরে বলিল—কতবার বলব মশায়, আমাদের দেশে রাজা নেই। প্রজাতন্ত্র—প্রজাতন্ত্র! বুঝলেন?

দর্শক ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিল—রাজা নেই কিন্তু তাহলে তো রানীও নেই।

না। চলুন ঐ দিকটা দেখবেন—

রাজকন্যাও নেই?

কি বিপদ! রাজাই নেই তো রাজকন্যে আসবে কোত্থেকে!

ভারি অদ্ভুত দেশ।

নির্দেশক দৃঢ়ভাবে দর্শকের বাহু ধরিয়া একদিকে টানিয়া লইয়া চলিল। নগরের অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশ। বাড়িগুলি ছোট ছোট, উদ্যান দিয়া ঘেরা। দর্শক ও নির্দেশক পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দর্শক চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বলিল—এ জায়গাটা মন্দ নয়, বেশ নিরিবিলি। (একটি সুন্দর বাটিকার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া) ওটা কার বাড়ি? রাজার প্রমোদভবন বুঝি!

নির্দেশক হতাশকণ্ঠে বলিল—কি বিড়ম্বনা! বললাম না আমাদের রাজা নেই। ওটা শিবামিশ্রের বাড়ি।

শিবামিশ্র! সে আবার কে? রাজার মন্ত্রী বুঝি!

নির্দেশক ক্লান্তভাবে বলিল—শিবামিশ্র কে তা জানি না। দশ বছর বৈশালীতে আছেন কিন্তু কেউ তাঁর পরিচয় জানে না।

দর্শক বলিল–অদ্ভুত নাম-শিবামিশ্র।

নির্দেশক গম্ভীরস্বরে বলিল—তাঁর মুখটা শেয়ালের মত কিনা তাই শিবামিশ্র নাম।

শেয়ালের মত মুখ হলেই শিবামিশ্র নাম হবে?

কেন হবে না? এদেশের এই নিয়ম।

যদি বাঁদরের মত মুখ হয়?

তাহলে তার নাম হবে মর্কট মিশ্র।

আর যদি চাঁদের মত মুখ হয়?

নির্দেশক হাসিল—তাহলে নাম হবে চন্দ্রবদন বর্মা। আমার নাম জানেন?-চন্দ্রবদন বর্মা। আসুন।

সে দর্শককে টানিয়া লইয়া চলিল।

***

শিবামিশ্রের উদ্যানবাটিকার পিছনের অঙ্গন। অঙ্গনের এক প্রান্তে কাষ্ঠবেদিকার উপর একটি মৃত্তিকার ময়ূর উত্তপ্ত হইয়া যেন আকাশের মেঘদর্শন করিতেছে। অঙ্গনের অপর

প্রান্তে ময়ুর হইতে অনুমান ত্রিশ হস্ত দূরে উল্কা ধনুর্বাণ হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পিছনে শিবামিশ্র। উল্কার বয়স এখন দশ বৎসর; যৌবন এখনও দূরে, কিন্তু বেত্রবৎ ঋজু নমনীয় দেহে অনাগত বসন্তে প্রতিশ্রুতি। শিবামিশ্র এই দশ বৎসরে একটু বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার গণ্ডে শৃগালক্ষত এখনও মিলায় নাই। ক্ষত সারিয়াছে, দাগ আছে।

উল্কা ধনুকে বাণ সংযোগ করিয়া মৃন্ময়ুরের দিকে লক্ষ্য স্থির করিল। তারপর বাণ মোচন করিল। বাণ গিয়া ময়ুরের কাষ্ঠবেদিকায় বিদ্ধ হইল।

উল্কা লজ্জিত হইয়া পিছনে শিবামিশ্রের পানে চাহিল। শিবামিশ্র তাহার পিছনে আসিয়া দুই স্কন্ধে হাত রাখিলেন। বলিলেন

কন্যা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। এ সংসারে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় সে কোনও সিদ্ধিই লাভ করতে পারে না (উল্কা নতমুখী হইল)-নাও, আবার তীর নাও, মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির কর

উল্কা আবার ধনুকে তীর পরাইয়া ধনুক তুলিল এবং নির্নিমেষ চক্ষে মৃন্ময়ুরের পানে চাহিয়া রহিল।

শিবামিশ্র বলিলেন—হাঁ—একদৃষ্টে চেয়ে থাকো। কী দেখতে পাচ্ছ?

উল্কা বলিল-পাখি।

শিবামিশ্র বলিলেন—আরও একাগ্র মনে লক্ষ্য কর। এবার কী দেখছ?

উল্কা বলিল-পাখির মাথা।

শিবামিশ্র বলিলেন—বেশ। আরও দৃষ্টি স্থির কর। যখন কেবল পাখির চক্ষু দেখতে পাবে

উল্কার ধনু হইতে তীর নির্গত হইয়া ময়ুরের দেহে বিদ্ধ হইল। উল্কা ক্রুদ্ধ আক্ষেপে ধনু ফেলিয়া দিল। শিবামিশ্র সস্নেহে তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। বলিলেন

উল্কা—ছি, ধৈর্য হারাতে নেই। ধনুর্বিদ্যা এক দিনে আয়ত্ত হয় না। ক্রমে শিখবে।

উল্কার শিক্ষা চলিতেছে। শিবামিশ্রের গৃহে একটি কক্ষ। দশমবর্ষীয়া উল্কা যন্ত্রবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। তাহার দুই সখী বাসবী ও বীরসেনা মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছে। কক্ষের এক কোণে বেদীর উপর বসিয়া শিবামিশ্র বিচারকের দৃষ্টিতে নৃত্য দেখিতেছেন। উল্কা নৃত্যের সঙ্গে গাহিতেছে—

শঙ্কর শশাঙ্কমৌলি
শিব সুন্দর হর শম্ভু দিগম্বর
করধৃত ডম্বরু জয় জয় শশাঙ্কমৌলি।
শিরে সুর-শৈবলিনী
নৃত্য-উছল জলভঙ্গ

টলমল তরল-তরঙ্গ
জয় জয় শশাঙ্কমৌলি।

নৃত্যগীত শেষ হইলে উল্কা শিবামিত্রের পায়ের কাছে গিয়া বসিল।

বলিল—পিতা, আজ আমাদের নৃত্যগীত আপনার ভাল লেগেছে?

শিবামিশ্র সস্নেহে বলিলেন—হাঁ বৎসে, ভাল লেগেছে। এখন যাও, তোমার সখীদের সঙ্গে খেলা কর গিয়ে।

উল্কা সখীদের লইয়া প্রস্থান করিল। শিবামিশ্র উঠিয়া চিন্তান্বিত মুখে গণ্ডের ক্ষতচিহ্নে হাত বুলাইতে বুলাইতে গবাক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ পরে গবাক্ষপথে দেখা গেল, একটি লোক তোরণপথে প্রবেশ করিতেছে।

শিবামিশ্র প্রসন্নমুখে বলিলেন-নাগবন্ধু! এস বৎস—

নাগবন্ধু কক্ষে প্রবেশ করিয়া শিবামিশ্রের পদস্পর্শ করিল।

শিবামিশ্র বলিলেন—জয়োস্তু। অনেকদূর পথ এসেছ, আসন গ্রহণ কর। পাটলিপুত্রের সংবাদ কি?

নাগবন্ধু মাটিতে বসিল, শিবামিশ্রও সম্মুখে বসিলেন।

নাগবন্ধু বলিল-প্রভু, চণ্ডের অত্যাচার আর তো সহ্য হয় না—প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

ভাল ভাল। তারপর?

চণ্ডের যথেচ্ছাচারের কোনও বলগা নেই, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সে সকলের উপর উৎপীড়ন করছে। উচ্চ-নীচ নেই, ধনী-নির্ধন নেই-

ভাল ভাল।

প্রভু, এবার এর প্রতিকার করুন। অসহায় প্রজাপুঞ্জের শক্তি নেই, তারা নীরবে অত্যাচার সহ্য করছে। তাদের দুর্গতি চরমে উঠেছে

না নাগবন্ধু, এখনও চরমে ওঠেনি। প্রজাপুঞ্জের দুর্গতি যেদিন চরমে উঠবে, সেদিন কাউকে কিছু করতে হবে না, তাদের সম্মিলিত ক্রোধ একসঙ্গে জ্বলে উঠে চণ্ডকে দগ্ধ করে ফেলবে। আমি সেই দিনেরই প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু যতদিন তা না হয় ততদিন আমরা কী করব?

সমিধ সংগ্রহ কর, সমিধ সংগ্রহ কর, প্রজাপুঞ্জের মনে যে বিদ্বেষ ধোঁয়াচ্ছে তাকে নিভতে দিও না। আর বেশী দিন নয়, চণ্ডের সময় ঘনিয়ে এসেছে। শিশুনাগ বংশের চিরনির্বাণ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

তাঁহার নির্নিমেষ দূরদর্শী চক্ষু ভবিষ্যের পানে চাহিয়া রহিল।

***

পাটলিপুত্রে চণ্ডের রাজসভা। চণ্ড সিংহাসনে আসীন। এই দশ বৎসরে চণ্ডের আকৃতি আরও বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছে; সুরার প্রভাবে দুই চক্ষু কষায়বর্ণ, দৃষ্টি নিষ্প্রভ। দুইজন কিঙ্করী সিংহাসনের দুই পাশে দাঁড়াইয়া চণ্ডকে আসব যোগাইতেছে।

সভায় সভাসদের সংখ্যা অল্প। পূর্বতন সভাসদ কেহই নাই, গ্রহাচার্যও অন্তর্হিত হইয়াছেন, বটুক ভট্টেরও দেখা নাই। যে কয়জন নবীন সভাসদ আছে তাহারা নিবিষ্ট মনে বসিয়া সুরাপান করিতেছে।

বাহিরে শৃঙ্খল-ঝনৎকার শুনা গেল। দুইজন যমদূতাকৃতি রক্ষী একটি শৃঙ্খলিত যুবককে মধ্যে লইয়া প্রবেশ করিল এবং চণ্ডের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবকের নাম সেনজিৎ, বয়স অনুমান কুড়ি বৎসর। তাঁহার আকৃতি সুশ্রী, দৃষ্টি নির্ভীক।

সেনজিৎ বলিলেন-মহারাজের জয় হোক!

চণ্ড কিছুক্ষণ গরল-ভরা চোখে সেনজিতের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন—সেনজিৎ!

সেনজিৎ বলিলেন—আজ্ঞা করুন আর্য। রক্ষীরা বিনা অপরাধে আমাকে ধরে এনেছে।

চণ্ড বলিলেন-আমার আজ্ঞায় ওরা তোমাকে ধরে এনেছে। —সেনজিৎ, তুমি শিশুনাগ বংশের সন্তান। শুনেছি তুমি পাটলিপুত্রের অধম নাগরিকদের সঙ্গে মেলামেশা কর—এ কথা সত্য?

সেনজিৎ বলিলেন—সত্য মহারাজ। পাটলিপুত্রের নাগরিকরা আমাকে ভালবাসে, আমিও তাদের ভালবাসি

চণ্ডের দৃষ্টি আরও বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

চণ্ড বলিলেন—বটে! এই অপরাধেই তোমাকে শুলে দিতে পারি। তুমি রাজা হতে চাও, পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসতে চাও—তাই প্রজাদের মনোরঞ্জন করছ!

সেনজিৎ স্তম্ভিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—মহারাজ! আমি স্বপ্নেও সিংহাসনে বসবার দুরভিসন্ধি করিনি। প্রজারা আমাকে ভালবাসে

চণ্ড গর্জন করিলেন—তোমাকে শুলে দেব। যাও নিয়ে যাও।

রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া যাইবার উপক্রম করিলে সেনজিৎ দৃঢ় শান্ত স্বরে বলিলেন—

মহারাজ, আপনি আমার রাজা, আমার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আমাকে যদি হত্যা করতে চান স্বহস্তে হত্যা করুন—আমি শিশুনাগ বংশের সন্তান। চণ্ডালের হাতে আমার লাঞ্ছনা করবেন না।

চণ্ড টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কটি হইতে শাণিত খর্ব কৃপাণ বাহির হইয়া আসিল। সেনজিৎ নিজ বক্ষের বস্ত্রাবরণ মোচন করিয়া দিলেন।

অস্ত্র উদ্যত করিয়া চণ্ড থামিয়া গেলেন, তাঁহার কণ্ঠ হইতে বিকৃত স্খলিত হাস্য নির্গত হইল। বলিলেন—

তোমাকে হত্যা করব না—তুমি শিশুনাগ বংশের শেষ পুরুষ। কিন্তু পাটলিপুত্রে আর তোমার স্থান নেই, তোমাকে নির্বাসন দিলাম। যাও, নিজ দুর্গে বাস কর গিয়ে। যদি কখনও পাটলিপুত্রে পদার্পণ কর—তোমার শূলদণ্ড হবে।

সেনজিতের অঙ্গ হইতে শৃঙ্খল খসিয়া পড়িল।

সেনজিৎ যুক্তকরে বলিলেন

ধন্য মহারাজ।

***

বিগত ঘটনার পর আরও ছয় বৎসর অতীত হইয়াছে।

বৈশালীতে শিবামিশ্রের গৃহে একটি বাতায়নের সম্মুখে শিবামিশ্র ও নাগবন্ধু দাঁড়াইয়া আছেন। শিবামিত্রের ভ্রূযুগল পলিত হইয়াছে। তিনি নাগবন্ধুর বার্তা শুনিয়া অর্ধ-স্বগত কণ্ঠে বলিতেছেন—

ভাল ভাল—আমাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষার ফল এবার ফলবে। চণ্ড চণ্ড— আমি ভুলিনি (গণ্ডে অঙ্গুলি বুলাইলেন)—যেদিন তোমার ছিন্ন মুণ্ড মাটিতে ফেলে ক্ষিপ্ত প্রজারা পদাঘাত করবে, তোমার রক্ত কুকুরে লেহন করবে—সেদিন আমার হৃদয় শীতল হবে—

নাগবন্ধু উদ্দীপ্তস্বরে বলিল—সেদিন আসতে দেরি নেই—প্রজারা মনে মনে আগুন হয়ে উঠেছে, একটা সূত্র পেলেই ফেটে পড়বে।

শিবামিশ্র বলিলেন—সেই সূত্র শীঘ্রই পাবে। সামান্য কারণ থেকে বৃহৎ কার্যের উৎপত্তি হয়, একটি ক্ষুদ্র দীপশিখা সুযোগ এবং অবকাশ পেলে একটা নগর ভস্মীভূত করতে পারে। জনগণ সামান্য নয়, তাদের ক্রোধ ক্ষুদ্র নয়—চণ্ড তা বুঝবে।

হাঁ প্রভু।

কিন্তু শুধু চণ্ড নয়, অভিশপ্ত শিশুনাগ বংশের সকলকেই এই বিদ্রোহের আগুনে আহুতি দিতে হবে। এ কথা যেন মনে থাকে, মগধেও বৈশালীর মত প্রজাতন্ত্র গড়ে তুলতে হবে।

হাঁ প্রভু।

এই সময় বাহিরে দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনা গেল। উভয়ে চকিতে গবাক্ষের বাহিরে চাহিলেন।

শ্বেতবর্ণ অশ্বের পৃষ্ঠে উল্কা আসিতেছে। অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শী; অঙ্গে পুরুষের বেশ, হস্তে ধনুর্বাণ। বলগা-মুক্ত অশ্ব নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া আসিতেছে।

অঙ্গনের প্রান্তে মৃন্ময়ূর এখনও উৎকণ্ঠ হইয়া আছে। ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠ হইতে উল্কা ময়ুর লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল। তীর ময়ুরের চক্ষু বিদ্ধ করিল।

উল্কা বিজয়োফুল্ল মুখে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। তারপর অশ্বের বেগ সংযত করিয়া বাতায়নতলে আসিয়া দাঁড়াইল। শিবামিশ্র স্নেহস্মিত মুখে বলিলেন

ধন্য!

উল্কা বলিল—পিতা! দেখলেন?

শিবামিশ্র কহিলেন—দেখেছি বৎসে। আজ তোমার ধনুর্বিদ্যা সার্থক হল।

উল্কা মহানন্দে ধনুক শুন্যে লুফিতে লুফিতে ঘোড়া ছুটাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। নাগবন্ধু স্মরণ-মন্থর কণ্ঠে বলিল—সেই উল্কা শ্মশানকন্যা-গুরুদেব, উল্কা যে আপনার কন্যা নয় তা সে জানে?

শিবামিশ্র এতক্ষণ স্মিতমুখে বাহিরে চাহিয়া ছিলেন, গম্ভীরমুখে নাগবন্ধুর দিকে ফিরিলেন। বলিলেন

না, বলিনি। মহাকাল করুন যেন বলবার প্রয়োজন না হয়।

শিবামিশ্রের চোখের দৃষ্টি আবার কঠিন হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে তিনি বলিলেন

নাগবন্ধু, তুমি পাটলিপুত্রে ফিরে যাও–সুযোগের প্রতীক্ষা করবে; সুযোগ যত ক্ষুদ্রই হোক তাকে অবহেলা করবে না। জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলবে। জনতা যখন একবার ক্ষেপে উঠবে তখন আর তোমাদের কিছু করতে হবে না, জনতা নিজের কাজ নিজেই করবে।—জয়ী হও বৎস, এবার যখন আসবে তোমার মুখে যেন চণ্ডের মৃত্যু-সংবাদ পাই—স্বস্তি!

নতজানু নাগবন্ধুর মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া শিবামিশ্র আশীর্বাদ করিলেন।

***

পাটলিপুত্রের উপকণ্ঠে রাজকীয় মৃগয়া কানন। কাননে নানা জাতীয় বৃক্ষ—আম্র কণ্টকী জম্বু; নানা জাতীয় পশু পক্ষী-হরিণ, ময়ুর, শশক। কাননের স্থানে স্থানে কৃত্রিম জলাশয়; তাহাতে সারস মরাল ক্রীড়া করিতেছে। দ্বিপ্রহরে স্থানটি নির্জন।

মৃগয়া কাননের ভিতর দিয়া সেনজিৎ অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছেন। অশ্বের গতি অত্বরিত। সেনজিৎ ইতস্তত বৃক্ষশাখায় দৃষ্টিপাত করিতেছেন, তাঁহার চক্ষু পক্ষীসন্ধানী। আশেপাশে নিশ্চিন্ত হরিণের দল বিচরণ করিতেছে কিন্তু সেদিকে তাঁহার আগ্রহ নাই। তিনি পক্ষী-প্রেমিক।

লক্ষ্যহীনভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা সেনজিতের দৃষ্টি পড়িল এক বৃক্ষশাখায় একটি পাখির বাসার উপর। বাসার কিনারায় দুইটি অর্ধোদগতপক্ষ শাবক বসিয়া আছে।

সেনজিৎ মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন, বলগার আকর্ষণে অশ্ব স্থগিত হইল। নূতন পাখি, সেনজিৎ পূর্বে কখনও দেখেন। নাই।

পাখির বাসার উপর কুতুহলী চক্ষু নিবদ্ধ রাখিয়া সেনজিৎ অশ্ব হইতে নিঃশব্দে নামিয়া পড়িলেন। অশ্ব নিশ্চিন্তভাবে শষ্পাহরণ করিতে করিতে একদিকে চলিয়া গেল। সেনজিৎ পা টিপিয়া টিপিয়া বৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

মৃগয়া কাননের প্রধান রক্ষী কুন্ত দূর হইতে সেনজিৎকে দেখিতে পাইয়াছিল। কুম্ভ কৃষ্ণকায় অনার্য; আকৃতি যেমন ভয়ঙ্কর, প্রকৃতি তেমনি রূঢ়। তাহার মাথায় কঙ্কপত্রের চূড়া। হাতে দীর্ঘ ভল্ল, কটি হইতে শৃঙ্গ ঝুলিতেছে। সে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেনজিতের দিকে অগ্রসর হইল।

সেনজিৎ অতি সন্তর্পণে গাছে উঠিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় পিছনে কুম্ভের কটু কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন

দাঁড়াও। -কে তুমি?

সেনজিৎ চকিতে ফিরিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি রাখিলেন—

চুপ—শব্দ কোরো না। পাখির বাসায় ছানা আছে, এখনি উড়ে যাবে।

কুম্ভ কাছে আসিয়া ধৃষ্টতা-ভরা চক্ষে সেনজিৎকে পরিদর্শন করিল, রূঢ় স্বরে বলিল

কে হে তুমি? এটা রাজার মৃগয়া কানন তা জান না!

সেনজিৎ পাখির বাসার দিকে চোখ তুলিয়া দেখিলেন পাখির ছানাদুটি ভয় পাইয়া উড়িয়া গিয়াছে। তাঁহার মুখ অপ্রসন্ন হইল। কুম্ভের দিকে চোখ নামাইয়া তিনি বলিলেন—

মৃগয়া কানন তা জানি। তুমি কে?

কুম্ভ সদম্ভে বলিল—আমি কুম্ভ—এই কাননের প্রধান রক্ষী। তুমি কার হুকুমে রাজার মৃগয়া কাননে পাখি ধরে বেড়াচ্ছ? রাজার অনুমতিপত্র আছে?

সেনজিৎ বিরক্ত স্বরে কহিলেন—অনুমতিপত্র আমার দরকার নেই।

কুম্ভ ব্যঙ্গভরে বলিল—বটে! তুমি কি রাজবংশের ছেলে নাকি!

সেনজিৎ বলিলেন—হাঁ।

তিনি গমনোদ্যত হইয়া কুম্ভের দিকে পিছন ফিরিলেন; অমনি কুম্ভ হাত বাড়াইয়া তাঁহার স্কন্ধ ধরিল

রাজবংশের ছেলে! আমার সঙ্গে বাকচাতুরী! তোমার নাম কি?

সেনজিৎ সবলে নিজ স্কন্ধ হইতে কুম্ভের হাত সরাইয়া দিলেন। বলিলেন—আমার নাম সেনজিৎ!

কুম্ভের চোখে উত্তেজনা দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে ক্ষণেক সেনজিৎকে সবিস্ময়ে পর্যবেক্ষণ করিয়া সহসা কটি হইতে শৃঙ্গ তুলিয়া তাহাতে ফুৎকার দিল। শিঙার শব্দ কাননের চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলিল। তারপর কুম্ভ শিঙা নামাইয়া দন্তবিকাশ করিল

তুমি সেনজিৎ! মহারাজ চণ্ড তোমাকে পাটলিপুত্র থেকে নির্বাসিত করেছিলেন—তুমি সেই!

শৃঙ্গ-নিনাদে আকৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন দিক হইতে কয়েকজন রক্ষী ছুটিয়া আসিতেছিল। তাহাদেরও হাতে ভল্ল, বেশবাস কুম্ভেরই মত। সেনজিৎ বিপদ বুঝিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন

হাঁ, আমি সেই সেনজিৎ। কিন্তু তাতে কি হয়েছে?

অন্য রক্ষীরা আসিয়া সেনজিৎকে ঘিরিয়া ধরিল। কুম্ভ সেনজিতের মুখের উপর অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। বলিল–

তুমি রাজার আদেশ অমান্য করেছ—এখন রাজসভায় চল। ভাই সব, একে রাজার কাছে নিয়ে চল।

রক্ষীরা সেনজিৎকে ধরিল। সেনজিৎ তাহাদের হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন

কিন্তু আমি তো পাটলিপুত্র নগরে প্রবেশ করিনি

কুম্ভ দন্তবিকাশ করিয়া বলিল—সে কথা রাজাকে বোলো

রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া চলিল।

পাটলিপুত্রের একটি অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ। কুম্ভ এবং অন্যান্য উদ্যানরক্ষীরা সেনজিতের কোমরে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

হঠাৎ পাশের একটি রাস্তা দিয়া নাগবন্ধু প্রবেশ করিল এবং এই দৃশ্য দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার চোখে চকিত চিন্তার ছায়া পড়িল—এই সুযোগ! সে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—

সেনজিৎ! সেনজিৎকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে!

সেনজিৎ ঘাড় ফিরাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

আমি নির্দোষ। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে

কুম্ভ ধমক দিয়া বলিল—চুপ–কথা কোয়ো না!

তাহারা নাগবন্ধুকে ছাড়াইয়া দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। ইতিমধ্যে আরও দুই-চারিজন পথচারী আসিয়া জুটিল। নাগবন্ধু দুই হস্ত আস্ফালিত করিয়া চিৎকার করিয়া বলিল—

ভাই সব শীঘ্র এস! দ্যাখো, আমাদের প্রিয় সেনজিৎকে রাজার রক্ষীরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

আরও লোক আশপাশের গলি হইতে ব্যস্তসমস্তভাবে প্রবেশ করিল; তাহাদের হাতে লাঠি।

জনগণ ব্যগ্রস্বরে প্রশ্ন করিল-কী হয়েছে? কী হয়েছে?

নাগবন্ধু বাহু প্রসারিত করিয়া দেখাইল—

ঐ দ্যাখো—আমাদের প্রিয় বন্ধু সেনজিৎকে রাজরক্ষীরা বিনা দোষে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে—

***

অপেক্ষাকৃত জনবহুল পথ। রক্ষীরা সেনজিৎকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, কিন্তু রক্ষীদের মুখে আশঙ্কার ছায়া। বিক্ষুব্ধ জনতা তাহাদের পশ্চাতে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্য হইতে নাগবন্ধুর উদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে।

সেনজিৎ আমাদের বন্ধু—পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা সেনজিৎকে ভালবাসে রাজার জল্লাদেরা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর কতদিন আমরা চণ্ডের অত্যাচার সহ্য করব? আর কতদিন একটা রক্তপিপাসু রাক্ষস আমাদের রক্ত শোষণ করবে? মগধবাসি ওঠো! জাগো।...

***

রাজপুরীর তোরণদ্বার। কয়েকজন সশস্ত্র প্রতীহার তোরণদ্বারের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের চোখে-মুখে উদ্বিগ্ন সতর্কতা। দূর হইতে অগ্রসর জনতার গর্জন ক্রমশ নিকটবর্তী হইতেছে।

প্রতীহারদের মধ্যে নিম্নস্বরে কথাবার্তা হইল; তারপর তাহারা তোরণদ্বার অরক্ষিত রাখিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। বোধহয় রাজসভায় সংবাদ দিতে গেল।

বিপুল জনতা তোরণদ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহাদের মাঝখানে সেনজিৎ। রক্ষীরা পলাইয়াছে। জনতা সেনজিতের হস্তের রজ্জু খুলিয়া বিরাট জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া লইল। সেনজিৎ দুই হাত তুলিয়া জনগণকে শান্ত হইতে বলিলেন। কোলাহল ঈষৎ শান্ত হইলে নাগবন্ধুর কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

মগধবাসি। রাজপ্রাসাদের দ্বার থেকে ফিরে যেও না—চণ্ড তোমাদের ওপর যে অত্যাচার করেছে তার প্রতিশোধ নাও-মারো কাটো-রক্তের স্রোত বইয়ে দাও

বিক্ষুব্ধ জনসংঘ একবার দুলিয়া উঠিল, তারপর বাঁধভাঙা স্রোতের মত তোরণপথে প্রবেশ করিল।

রাজসভার অভ্যন্তর। চণ্ড সিংহাসনে বসিয়া দুলিতেছেন, দুইটি কিঙ্করী পিছনে দাঁড়াইয়া সিংহাসনে দোল দিতেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে চণ্ডের মুখাকৃতি আরও কদাকার হইয়াছে। অদূরে ভূমিতে বটুক ভট্ট নিবিষ্ট মনে একাকী অক্ষক্রীড়া করিতেছেন। সভায় সভাসদ বেশী নাই, যে কয়জন আছে তাহারা তদগতচিত্তে মদ্যপান করিতেছে। প্রত্যেকের পাশে একটি ভৃঙ্গার-হস্তা তরুণী দাসী দাঁড়াইয়া।

বাহির হইতে জনতার কল-কোলাহল ক্রমে বর্ধিত হইতেছে শুনিয়া চণ্ড ভ্রূভঙ্গ করিয়া আরক্ত চক্ষু মেলিলেন। এই সময় প্রতীহারগণ দ্রুত প্রবেশ করিল। ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করিল

পালাও পালাও—পাটলিপুত্রের নাগরিকেরা ক্ষেপে গেছে—তারা রাজপুরী আক্রমণ করেছে- পালাও

কিঙ্করীগণ চিৎকার করিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। সভাসদেরাও ক্ষণেক হতভম্ব থাকিয়া সহসা কিঙ্করীদের অনুসরণ করিলেন। বটুক ভট্ট লাফ দিয়া সিংহাসনের শৃঙ্খল ধরিয়া ঊর্ধ্বে অন্তর্হিত হইলেন। সভায় চণ্ড ভিন্ন আর কেহ রহিল না।

চণ্ড টলিতে টলিতে সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমার খড়গ—খড়্গ কোথায়!

এই সময় সভার বিভিন্ন দ্বার দিয়া ক্ষিপ্ত জনতা প্রবেশ করিল; চণ্ডকে নিরস্ত্র দেখিয়া তরক্ষুপালের মত তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। চণ্ড বন্য মহিষের মত যুদ্ধ করিলেন। বটুক ভট্ট ঊর্ধ্বে ঝুলিতে ঝুলিতে ব্যায়তচক্ষে যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন।

***

রক্তপাগল জনতা কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়াছে। চণ্ডকে মাটিতে ফেলিয়া কয়েকজন লোক তাঁহার হস্তপদ মাটির উপর চাপিয়া ধরিয়াছে। তাঁহার চারিদিকে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া জনগণ বুভুক্ষু-চক্ষে চাহিয়া আছে। চণ্ড বন্দী হইয়াছেন বটে, কিন্তু অসহায় অবস্থাতেও

তাঁহার প্রকৃতির দুর্দম বন্যতা কিছুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। তিনি মাঝে মাঝে গর্জন করিয়া হস্তপদ মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

নাগবন্ধু দর্শকচক্রের সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া ছিল; সহসা সে চণ্ডের বুকের উপর লাফাইয়া পড়িয়া ছুরিকা ঊর্ধ্বে তুলিল। ছুরিকা চণ্ডের বক্ষে প্রবেশ করিত—যদি না এক বিপুলকায় ব্যক্তি নাগবন্ধুর মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিত।

বিপুলকায় ব্যক্তি বলিল—ও কি করছ নাগবন্ধু!

নাগবন্ধু উন্মত্তের ন্যায় বলিল—ছেড়ে দাও মল্লজিৎ—আমি প্রতিশোধ চাই। আমার শিশুপুত্রকে রথের চাকার তলায় পিষে মেরেছিল—তার প্রতিশোধ চাই—

মল্লজিৎ বলিল—স্থির হও নাগবন্ধু। আমাদের সকলের কাছেই চণ্ড ঋণী, তাকে হত্যা করলে সে-ঋণ শোধ হবে না। মৃত্যু তো মুক্তি। চণ্ডকে আমরা এত সহজে মুক্তি দেব না, তিল তিল করে কড়ায় গণ্ডায় তার অত্যাচারের ঋণ আদায় করে নেব। আমরা চণ্ডকে এমন শাস্তি দেব! কিন্তু ভেবেচিন্তে সে-শাস্তি ঠিক করতে হবে—এখন নয়। ভাই সব, তোমরা চণ্ডকে বাইরে নিয়ে গিয়ে গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখো

যাহারা চণ্ডের হস্ত-পদ চাপিয়া বসিয়াছিল তাহারা তাঁহাকে টানিয়া তুলিল এবং টানিতে টানিতে সভার বাহিরে লইয়া গেল। অধিকাংশ জনতাও কলকোলাহল করিতে করিতে সঙ্গে গেল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

সভার মধ্যে সেনজিৎ নাগবন্ধু মল্লজিৎ ও চার-পাঁচ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ নাই। সেনজিৎ সভাগৃহের একপাশে বিমর্ষভাবে করলগ্নপোলে বসিয়া আছেন, অন্য সকলে চক্রাকারে দাঁড়াইয়া মন্ত্রণা করিতেছে। মন্ত্রণাকারীদের মধ্যে মল্লজিৎ অগ্রণী। বটুক ভট্ট অলক্ষিতে মন্ত্রণাকারীদের মাথার উপর ঝুলিতেছেন।

মল্লজিৎ বলিল—বিপ্লবের কাজ শেষ হয়েছে, এখন আবার গড়ে তুলতে হবে। আবার আমাদের নতুন রাজা চাই

নাগবন্ধু বলিল—রাজার কী দরকার? বৈশালীর মত প্রজাতন্ত্র

সকলে বিস্ফারিত নেত্রে নাগবন্ধুর পানে চাহিল।

একজন বিস্মিত প্রশ্ন করিল-প্রজাতন্ত্র আবার কি?

মল্লজিৎ বলিল—প্রজাতন্ত্র কাকে বলে আমরা জানি না। আমরা জানি যে রাজ্যে রাজা নেই, সে রাজ্য অরাজক। অতএব আমাদের রাজা চাই। এখন প্রশ্ন এই—কে রাজা হবে! কাকে আমরা রাজা করব। রাজা হবার যোগ্যতা কার আছে।

সকলের দৃষ্টি ধীরে ধীরে সেনজিতের দিকে ফিরিল। সেনজিৎ এই মিলিত দৃষ্টির আঘাতে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। চকিতস্বরে বলিলেন—

কী! আমার দিকে চাইছ কেন? আমি রাজা হতে চাই না। না না, তোমরা আর কাউকে

মল্লজিৎ হাত তুলিয়া সেনজিৎকে নিরস্ত করিল। ধীরকণ্ঠে বলিল—

সেনজিৎকে রাজ্যের সকলে ভালবাসে—সেনজিৎ শান্ত প্রকৃতির নিরভিমান হৃদয়বান পুরুষ। আমার অভিমত সেনজিৎ রাজা হোন

নাগবন্ধু বলিল—কিন্তু শিশুনাগ বংশেরই আর একজনকে

মল্লজিৎ বলিল—শিশুনাগ বংশের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই।

অন্য এক নাগরিক বলিল—আমাদেরও নেই। চণ্ডই আমাদের শত্রু ছিল।

সেনজিৎ বিষণ্ণভাবে বলিলেন—কিন্তু কিন্তু—সিংহাসনে আমার রুচি নেই। বন্ধুগণ, আমি এ সম্মানের যোগ্য নই-

মল্লজিৎ বলিল—সে কথা জনসাধারণ বিচার করুক।

সেনজিতের হাত ধরিয়া মল্লজিৎ সভাগৃহের এক প্রান্তে একটি মুক্ত বাতায়নের সম্মুখে উপস্থিত হইল। বাতায়নের বাহিরে পুরভূমির উপর বিক্ষুব্ধ জনমদ আবর্তিত হইতেছে,

বাতায়নে মল্লজিতের সহিত সেনজিৎকে দেখিয়া তাহারা সোল্লাসে গর্জন করিয়া উঠিল। মল্লজিৎ হাত তুলিয়া তুর্যকণ্ঠে তাহাদের সম্বোধন করিল

মগধবাসী জনগণ, আমরা আমাদের প্রিয়বন্ধু সেনজিৎকে চণ্ডের পরিবর্তে সিংহাসনে বসাতে চাই—তোমাদের অভিমত আছে কিনা জানাও।

জনমর্দ হইতে বিপুল হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। সেই সঙ্গে শঙ্খ ও শৃঙ্গনিনাদ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দিল। সেনজিতের মুখে কিন্তু হাসি নাই। নাগবন্ধুর ললাটও মেঘাচ্ছন্ন।

সেনজিৎকে লইয়া মল্লজিৎ ও অন্য সকলে সভার মধ্যস্থলে গেল এবং সেনজিৎকে সিংহাসনে বসাইল।

মুকুট রাজমুকুট কোথায়?

সকলে ইতস্তত রাজমুকুট খুঁজিতে লাগিল। একজন সিংহাসনের পিছনে চণ্ডের শিরশ্চ্যুত মুকুট দেখিতে পাইল। এই যে বলিয়া সে মুকুট কুড়াইয়া লইয়া সেনজিতের মাথায় পরাইয়া দিল।

এই সময় বটুক ভট্ট শৃঙ্খল-যোগে ঊর্ধ্বলোক হইতে নামিয়া আসিলেন। দুই হাত তুলিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন—

জয়োস্তু মহারাজ।

3

বৈশালীর মন্ত্রভবনে একটি কক্ষে তিনজন কুলপতি বেদীর উপর বসিয়া আছেন, তাঁহাদেরও বয়স আরও বাড়িয়াছে। তাঁহাদের সম্মুখে পৃথক আসনে শিবামিশ্র হেঁটমুখে বসিয়া আছেন। প্রধান কুলপতি সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে বলিতেছেন

আপনার এত দীর্ঘ সাধনা, এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা—সবই ব্যর্থ হল। আবার শিশুনাগ বংশেরই একজন মগধের সিংহাসনে বসেছে।

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া শিবামিশ্র মুখ তুলিলেন।

হাঁ, মগধের প্রজাপুঞ্জ আবার শিশুনাগ বংশের একজনকে সিংহাসনে বসিয়েছে। কিন্তু আমার সাধনা এখনও ব্যর্থ হয়নি। এখনও আমার হাতে একটি অস্ত্র আছে একটি অমোঘ অস্ত্র আছে। ভেবেছিলাম এ অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে না—কিন্তু আর উপায় নেই।

দ্বিতীয় কুলপতি প্রশ্ন করিলেন—কী অস্ত্র—কোন্ অস্ত্রের কথা বলছেন?

শিবামিশ্র বলিলেন—মহামান্য কুলপতিগণ, এতদিন আমি আপনাদের কাছে কোনও সাহায্য চাইনি, মনে করেছিলাম আমি একাই শিশুনাগ বংশ নির্মূল করতে পারব। কিন্তু এখন আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা।

প্রধান কুলপতি বলিলেন—কি প্রার্থনা বলুন। আমরা তো সর্বদাই সর্বভাবে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

শিবামিশ্র বলিলেন—ধন্য। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) মগধের সঙ্গে লিচ্ছবির ভিতরে ভিতরে শত্রুতা থাকলেও প্রকাশ্যে মৈত্রীভাবই আছে—

কুলপতিগণ সকলেই মৃদু হাস্য করিলেন।

তৃতীয় কুলপতি বলিলেন—তা আছে।

শিবামিশ্র বলিলেন—কিন্তু দীর্ঘকাল লিচ্ছবির কোনও রাষ্ট্রপ্রতিনিধি মগধের রাজসভায় উপস্থিত নেই।

প্রধান কুলপতি কহিলেন—না। মগধও আমাদের সভায় প্রতিনিধি পাঠায়নি, আমরাও পাঠাইনি।

মগধে এখন নূতন রাজা, সুতরাং প্রতিনিধি পাঠালেও দোষের হবে না। আপনারা প্রতিনিধি পাঠান, শুধু আমার প্রার্থনা, আমি যাকে নির্বাচন করব তাকেই প্রতিনিধি পাঠাবেন।

কুলপতিগণ পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করিয়া সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করিলেন—

আপত্তি কি? এতেই যদি আপনার কার্যসিদ্ধি হয়—

শিবামিশ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিলেন—

আপনারা ধন্য।

***

শিবামিশ্রের বাটি-সংলগ্ন ক্রীড়াভূমি। পুরুষবেশা উল্কা একজন বয়স্ক অসি-শিক্ষকের সহিত অসিক্রীড়া করিতেছে। দুজনের হাতে ঋজু অসি, দেহে লৌহজালিক। অসির সহিত অসির সংঘাতে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিতেছে, অসিফলকে আলো ঝলকিয়া উঠিতেছে। উল্কার অধরেও মাঝে মাঝে হাসির ঝলক খেলিয়া যাইতেছে।

অসি-ক্রীড়া চলিতেছে এমন সময় শিবামিশ্র ক্রীড়াভূমির প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বক্ষ বাহুবদ্ধ, চোখে একাগ্র কঠোর দৃষ্টি। তিনি নীরবে অসিক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন।

অবশেষে উল্কা শিক্ষককে অসিযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভূতলশায়ী করিল, তারপর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিল। গুরু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। নতজানু উল্কার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

বিজয়িনি! তোমাকে আর আমার কিছু শেখাবার নেই।

শিবামিশ্র উল্কার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

শিষ্যবিদ্যা গরীয়সী।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শিবামিশ্রের দিকে ফিরিয়া হাসিল, শিবামিশ্র কিন্তু হাসিলেন না, গম্ভীরভাবে উল্কাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—

উল্কা, তোমার শিক্ষা শেষ হয়েছে যাও, স্নান কর গিয়ে। স্নান করে আমার ঘরে যেও– তোমাকে কিছু বলবার আছে।

উল্কা ঈষৎ বিচলিত হইল, কিন্তু কোনও প্রশ্ন না করিয়া প্রস্থান করিল।

যে আজ্ঞা পিতা।

একটি প্রসাধন কক্ষ। উল্কা স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছে, সিক্ত কেশ পৃষ্ঠে লম্বিত। সে একটি ধাতু-নির্মিত দর্পণ বাঁ হাতে ধরিয়া সযত্নে ভ্রূ মধ্যে সিন্দুরের টিপ পরিল।

***

শিবামিশ্র নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন; তাঁহার মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর।

উল্কা আসিয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। শিবামিশ্রকে আত্মস্থ দেখিয়া সে সঙ্কুচিতভাবে বেদীর পাশে আসিয়া বসিল। শিবামিশ্র চিন্তা-জড়িমা হইতে জাগিয়া উল্কার পানে স্নেহবিধুর চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, অঙ্গুলি দিয়া তাহার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া ঈষৎ কম্পিত স্বরে বলিলেন

কন্যা—আমার কন্যা

উল্কা শঙ্কা-বিস্ফারিত চক্ষে বলিল—কি হয়েছে পিতা?

শিবামিশ্র আত্মসংবরণ করিলেন।

মা, আজ যেকথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি তা উচ্চারণ করতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তবু বলতে হবে। তোমার জীবনের কাহিনী আজ তোমাকে শোনাব।

আমার জীবনের কাহিনী।

হাঁ। বড় ভয়ঙ্কর সে কাহিনী। তুমি সহ্য করতে পারবে?

উল্কা ক্ষণেক নিজের মনের অজ্ঞাত আশঙ্কার সহিত যুদ্ধ করিল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলিল

বলুন পিতা, আমি সহ্য করতে পারব।

শিবামিশ্র কুণ্ঠিত নীরবতার পর বলিলেন

উল্কা, তুমি আমার কন্যা নও।

উল্কা বুদ্ধিভ্রষ্টের মত চাহিয়া রহিল, তাহার অধরোষ্ঠ বিভক্ত হইয়া গেল। শেষে সে স্খলিতকণ্ঠে বলিল—

কন্যা নই—আপনার কন্যা নই। তবে আমি কে?

তুমি যখন একদিনের শিশু তখন আমি তোমাকে পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান থেকে তুলে এনেছিলাম।

পাটলিপুত্রের মহাশ্মশান! (রুদ্ধশ্বাসে) পিতা, সব কথা আমাকে বলুন, কিছু গোপন করবেন না।

দুইজনেই গভীরভাবে অভিভূত। তারপর শিবামিশ্র নিজের মন দৃঢ় করিয়া বলিলেন—

বলছি শোনো। উল্কা, কন্যা আমার, যা বলছি সংযতভাবে শোনো, ধৈর্য হারিও না

না পিতা, আমি ধৈর্য হারাব না-আপনি বলুন।

অতঃপর শিবামিশ্র উল্কার জীবন কাহিনী বলিলেন। উল্কা সারা দেহ ঋজু ও কঠিন করিয়া শুনিল; তাহার চোখের দীপ্তি অস্বাভাবিক।

শিবামিশ্র অবশেষে বলিলেন—বৎসে, এই তোমার জীবনের ইতিহাস। তুমি বিষকন্যা।

উল্কা মোহাচ্ছন্ন স্বরে বলিল—বিষকন্যা

হাঁ। বিষকন্যা যে পুরুষের সংসর্গে আসবে তার মৃত্যু হবে। তাই তোমার বিবাহ দিইনি।

উল্কা নতদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিবার পর চক্ষু তুলিল—

পিতা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এই ইতিহাস আমাকে বলবার কি প্রয়োজন ছিল?

শিবামিশ্র কহিলেন—যতদিন প্রয়োজন হয়নি বলিনি। আজ প্রয়োজন হয়েছে—উল্কা, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আমি বেঁচে আছি। চণ্ড আর মগধের সিংহাসনে নেই বটে, কিন্তু

শিশুনাগ বংশ এখনও সদর্পে রাজত্ব করছে। এর প্রতিবিধান এখন এক তুমিই করতে পার।

উল্কা চমকিয়া বলিল—আমি। আমি কি করতে পারি?

শিবামিশ্র স্থির নেত্রে উল্কার পানে চাহিলেন—

তুমি বিষকন্যা। শিশুনাগ বংশের উচ্ছেদ তুমিই করতে পার।

উল্কা তাঁহার কথার ইঙ্গিত বুঝিল। ক্ষণকাল নতমুখে থাকিয়া মুখ তুলিল—কি করতে হবে বলে দিন।

যা বলব—পারবে।

পারব।

শিবামিশ্র তখন বলিলেন—শোনো—শিশুনাগ বংশের সেনজিৎ এখন মগধের সিংহাসনে। প্রজারা তাকে ভালবাসে, তার বিরুদ্ধে মাৎস্যন্যায় করবে না। আমরা স্থির করেছি তোমাকে লিচ্ছবি রাজ্যের প্রতিনিধি করে পাটলিপুত্রে পাঠাব। তুমি রাজসভায় আসন পাবে, সর্বদা সেনজিতের সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হবে।...সেনজিৎ বয়সে তরুণ, তার ওপর শিশুনাগ বংশের রক্ত তার শরীরে আছে বুঝতে পারছ?

উল্কা দৃঢ়স্বরে বলিল-বুঝেছি পিতা। আর কিছু করতে হবে?

শিবামিশ্র ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন—শুনেছি প্রজারা চণ্ডকে হত্যা করেনি। সে যদি বেঁচে থাকে, তোমার মা মোরিকার ঋণ এখনও শোধ হয়নি।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল—সে ঋণ আমি শোধ করব।

শিবামিশ্রও উঠিয়া দাঁড়াইলেন; উল্কা তাহার নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল—

পিতা, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। যে দুর্গ্রহের অভিসম্পাত নিয়ে আমি জন্মেছি, আমার মায়ের নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে তা সার্থক হবে। আপনি আমাকে কন্যার মত পালন করেছেন, সে ঋণও এই অভিশপ্ত দেহ দিয়ে পরিশোধ করব।

শিবামিশ্র উল্কার দুই স্কন্ধের উপর হাত রাখিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল

উল্কা! প্রাণাধিকা কন্যা আমার! আশীর্বাদ করি বিজয়িনী হয়ে আবার আমার কোলে ফিরে এস–

উল্কা নতজানু হইয়া তাঁহার জানু জড়াইয়া ধরিল।

***

দিবা দ্বিপ্রহর। পাটলিপুত্র নগরের উপকণ্ঠে মৃগয়া কাননকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া নির্জন পথ গিয়াছে।

মধ্যবয়স্ক কৃষকশ্রেণীর একটি লোক এই পথ দিয়া আসিতেছে। তাহার মাথায় বৃহৎ ঝাঁকা, ঝাঁকার মধ্যে কয়েকটি কলার কাঁদি রহিয়াছে; মনে হয় লোকটি কদলী লইয়া পাটলিপুত্র নগরে বিক্রয় করিতে যাইতেছে।

একটি বৃক্ষতলে আসিয়া লোকটি ঝাঁকা নামাইয়া বসিল, গামছা দিয়া নিজেকে বীজন করিতে লাগিল; তারপর এক কাঁদি সুপক্ক কলা বাহির করিয়া নিশ্চিন্তমনে খাইতে লাগিল।

বাঁকের মুখে অনেকগুলি অশ্বের ক্ষুরধ্বনি শোনা গেল। লোকটি গলা বাড়াইয়া দেখিল। একদল অশ্বারোহী আসিতেছে।

অশ্বারোহীদের অগ্রে উল্কা। তাহার পাশে একটু পিছনে উল্কার প্রিয়সখী বাসবী। তাহাদের পশ্চাতে আরও তিনটি তরুণী। সকলেরই পুরুষবেশ। তাহাদের পিছনে চারজন পুরুষ রক্ষী।

কদলী-ভক্ষণ নিরত লোকটির পাশ দিয়া যাইবার সময় উল্কা অশ্ব স্থগিত করিল।

পথিক, পাটলিপুত্রের পুরদ্বার আর কতদূর বলতে পারো?

পথিক কদলীচর্বণে বিরতি দিয়া বলিল—তা পারি বৈকি ঠাকরুন। —এই রাজপথ দিয়ে যদি যেতে চাও, চার ক্রোশ পথ। ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছ, পৌঁছুতে দুতিন দণ্ড লাগবে।

উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—রাজপথ ছাড়াও অন্য পথ আছে নাকি?

পথিক বলিল—আছে বৈকি ঠাকরুন, এই বনের ভিতর দিয়েও যাওয়া যায়। তবে ওটা রাজার মৃগয়া কানন, সাধারণ লোকের ওর ভিতর দিয়ে যাওয়া বারণ।

উল্কা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল-বারণ। তবে আমি বনের ভিতর দিয়েই যাব, দেখি কে বারণ করে। (অন্য সকলকে) তোমরা রাজপথ দিয়ে যাও।

বাসবী উদ্বিগ্নভাবে বলিল—ও প্রিয় সখী, তুমি বনের ভিতর দিয়ে একলা যাবে? যদি হারিয়ে যাও?

উল্কা হাসিয়া বলিল—ভয় নেই, আমি হারাব না। দেখিস, তোদের আগে পৌঁছুব।

উল্কা ছাড়া আর সকলে পথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেল, তারপর উল্কা মৃগয়া কাননে প্রবেশ করিল। পথিক কলা খাইতে খাইতে দেখিল। অর্ধস্ফুটস্বরে বলিল—

হুঁ। দেবীর দেখছি এবার ঘোটকে আগমন!

***

মৃগয়া কাননের ভিতর দিয়া উল্কা চারিদিকে দেখিতে দেখিতে চলিয়াছে। কোথাও হরিণের দল, কোথাও সরোবরে মরাল সারস ক্রীড়া করিতেছে। কোথাও ময়ুর নাচিতেছে।

একটি ঝিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে উল্কা অশ্ব হইতে অবতরণ করিল, ঝিলের কিনারায় নতজানু হইয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল।

জলপানান্তে পিছু ফিরিয়া উল্কা দেখিল, ভীষণাকৃতি একটা লোক তাহার অশ্বের বলগা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। লোকটা মৃগয়া কাননের রক্ষী কুম্ভ। সে রূঢ়কণ্ঠে বলিল—

কে রে তুই। তোর কি প্রাণের ভয় নেই?—আরে এ কি—এ যে নারী!!

উল্কা অধর কুঞ্চিত করিল।

হাঁ নারী! তুমি কে?

কুম্ভের উগ্রভাব তিরোহিত হইল। সে বলিল—আমি এই বনের রক্ষী। সুন্দরি, তুমি এই পথহীন বনে একলা এসেছ বুঝেছি—অভিসারে এসেছ। (চোখ টিপিয়া) তোমার নাগর কই?

উল্কা উত্তর দিল না, বিরক্তিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া রহিল। কুম্ভ লুব্ধভাবে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল

তা নাগরিকা, নাই বা এল তোমার নাগর, অভিমান করে চলে যেও না।—এস, কাছেই আমার গুল্ম, চল তোমাকে সেখানে নিয়ে যাই (উল্কা ঘৃণাভরে তাহাকে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল)—ও কি, চললে যে! আমিও তো পুরুষ, আমার পানে একবার চেয়েই দেখ না

কুম্ভ উল্কার হাত ধরিবার চেষ্টা করিল।

উল্কা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল—আমাকে ছুঁও না—অনার্য!

কুম্ভের মুখ আরও কালো হইয়া উঠিল—অনার্য! বটে! তবে দেখি আজ অনার্যের হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করে।

কুম্ভ বাম বাহু দ্বারা উল্কার কটিবন্ধন বেষ্টন করিয়া আকর্ষণ করিল এবং লালসাপুর্ণ মুখ উল্কার মুখের কাছে আনিল।

বর্বর! জানিস না—আমি বিষকন্যা! আমাকে ছুঁলে মরতে হয়। বিদ্যুদ্বেগে কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া উল্কা কুম্ভের পঞ্জরে বিদ্ধ করিয়া দিল। কুম্ভ কিছুক্ষণ অবাক হইয়া রহিল। তারপর গলার মধ্যে শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল!

উল্কা অগ্নিপূর্ণ চক্ষে কুম্ভকে দেখিতে দেখিতে ছুরিকা আবার নিজ কটিতে রাখিল, তারপর এক লক্ষে অশ্বপৃষ্ঠে উঠিল।

***

দিবা প্রায় তৃতীয় প্রহর। পাটলিপুত্রের উত্তুঙ্গ নগরদ্বার। পথে জন-চলাচল নাই; তোরণদ্বারের দুই পাশে দুইজন করিয়া প্রতীহার প্রাচীরগাত্রে ঠেস দিয়া ঝিমাইতেছে, তাহাদের হাতে বল্লম।

একটি ফুটি কাঁকুড়-বোঝাই গরুর গাড়ি বাহির হইতে ভিতর দিকে চলিয়া গেল। তারপর দ্রুত অশ্বক্ষুরধ্বনি শুনিয়া প্রতীহার চতুষ্টয় খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

উল্কা ও তাহার দল আসিতেছে। প্রতীহারগণ ইতিমধ্যে দৃঢ়ভাবে বল্লম ধরিয়া পথ আগলাইয়া সমব্যবধানে দাঁড়াইয়াছে। উল্কা তাহাদের সম্মুখে আসিয়া রাশ টানিয়া অশ্বকে দাঁড় করাইল। তাহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীরা কিছুদুর পশ্চাতে দাঁড়াইল।

প্রতীহারদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান তাহার গালপাট্টা ও গোঁফ বড় বড়। সে বলিলকে

কে যায়

উল্কা গর্বিতস্বরে কহিল—লিচ্ছবি রাজ্যের প্রতিনিধি।

প্রতিনিধি মহাশয় কোথায়?

উল্কা বলিল—আমি লিচ্ছবির প্রতিনিধি—পথ ছাড়ো।

প্রধান প্রতীহার গোলাকার চক্ষু পাশের প্রতীহারের দিকে ফিরাইল, পাশের প্রতীহার চক্ষু গোল করিয়া তৃতীয় প্রতীহারের দিকে ফিরাইল, তৃতীয় প্রতীহার চতুর্থ প্রতীহারকে উক্তরূপে নিরীক্ষণ করিল। উল্কা অধীরভাবে অধর দংশন করিল। তখন প্রধান প্রতীহার গলা খাঁকারি দিয়া বলিল—

লিচ্ছবি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মহাশয়া, নগরে প্রবেশ করুন।

***

নগরের অভ্যন্তর। তোরণদ্বার হইতে কিয়দ্দূরে পথের পাশে একটি জলাধার, প্রস্তর-নির্মিত গো-মুখ হইতে জল নিঃসৃত হইয়া জলাধারে সঞ্চিত হইতেছে। কয়েকটি মৃত্তিকার পান-পাত্র ইতস্তত পড়িয়া আছে।

সহসা অনতিদূর হইতে শুষ্ক কর্কশ কণ্ঠস্বর আসিল—

জল! জল! জল দাও—

উল্কার দল মন্থর গতিতে এইদিকেই আসিতেছে। তাহারা জলাধারের পাশ দিয়া যাইবার সময় আবার সেই কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—

জল! জল! জল দাও।

উল্কা ঘোড়া থামাইল, বাসবীও আসিল। উল্কা আর সকলকে আগে বাড়িতে ইঙ্গিত করিল। তাহারা চলিয়া গেল। উল্কা ও বাসবী অশ্ব হইতে অবতরণ করিল।

***

রাজপথ হইতে অদূরে একটি কণ্টকগুল্মের আড়ালে প্রস্তর-নির্মিত একটি বেদী : বেদীটি সমচতুষ্কোণ, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ হাত। ভূতপূর্ব মগধেশ্বর চণ্ড এই বেদীর উপর পড়িয়া আছেন। তাহার হস্ত-পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ, মাথায় রুক্ষ জটিল কেশ, চোখে তীব্র হিংস্র দৃষ্টি।

জল! জল! জল!

উল্কা ও বাসবী আসিয়া বেদীর পাশে দাঁড়াইল। উল্কার মুখে কোনও বিকার নাই, কিন্তু বাসবী ভয় পাইয়াছে। সে শঙ্কিতস্বরে বলিল—এ কে, প্রিয়সখি?

উল্কা চণ্ডকে দেখিতে দেখিতে বলিল—বোধহয় কোনও অপরাধী।

তাহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া চণ্ড মাথা তুলিলেন; দন্ত নিষ্ক্রান্ত করিয়া ভীষণ স্বরে বলিলেন

জল দাও—জল!

উল্কা অবিচলিত ভাবে চণ্ডের পানে চাহিয়া বলিল—বাসবী, জলাধার থেকে জল নিয়ে আয়—

বাসবী যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে চলিয়া গেল।

উল্কা আরও কিছুক্ষণ চণ্ডকে অবিচলিত মুখে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল—কোন্ অপরাধে তোমার এই দণ্ড হয়েছে?

চণ্ড উত্তর দিলেন না, কণ্ঠের মধ্যে ক্রুর ব্যাঘ্রের মত শব্দ করিলেন। বাসবী মৃৎপাত্রে জল লইয়া ফিরিয়া আসিল কিন্তু চণ্ডের নিকটে যাইতে ইতস্তত করিতে লাগিল। উল্কা তখন মৃৎপাত্র লইয়া চণ্ডের হাতে দিল। চণ্ড দুই হাতে পাত্র ধরিয়া জল পান করিলেন এবং শূন্য পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

উল্কা প্রশ্ন করিল—কে তোমার এমন অবস্থা করেছে? শিশুনাগ বংশের রাজা?

চণ্ড বিষাক্ত চক্ষে উল্কার পানে চাহিলেন—পথের কুকুর সব—দূর হয়ে যা—দুর হয়ে যা

বাসবী ভীতভাবে বলিল—এস প্রিয়সখি, আমরা চলে যাই

উল্কা চণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিল—তুমি কে?

আমি কে! তুই জানিস না? হা হা

আমি পাটলিপুত্রে নতুন এসেছি।

চণ্ড উগ্রস্বরে বলিল—যা-দুর হ—দূর হয়ে যা। একদিন তোদের পায়ের তলায় পিষেছি—আবার যেদিন শিকল ছিড়ব—যা, এখন দুর হ।

উল্কা সহসা প্রজ্বলিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—তোমার নাম কি?

চণ্ড গর্জন করিলেন—আমার নাম জানিস না! মিথ্যাবাদিনী। আমার নাম কে না জানে! আমি চণ্ড—মহারাজ চণ্ড! তোর প্রভু—তোর দণ্ডমুণ্ডের অধীশ্বর। আমি মগধের ন্যায্য অধিপতি—মহারাজ চণ্ড।

উল্কার সারা দেহ যেন বিদ্যুৎশিখার মত জ্বলিয়া উঠিল। সে এক পা আগে বাড়িল, অমনি বাসবী পিছন হইতে তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

প্রিয়সখি, চল আমরা যাই। এখানে কেউ নেই—আমার ভয় করছে।

উল্কা বাসবীর দিকে ফিরিয়া মুখে ক্ষীণ হাসি টানিয়া আনিল। বলিল—বাসবী, তুই যা। তোরা সকলে ঐ পিপ্পলি গাছের তলায় অপেক্ষা কর, আমি এখনি যাচ্ছি।

বাসবী একটু দ্বিধা করিল; উল্কা তাহাকে লঘুহস্তে ঠেলিয়া দিল; তারপর চণ্ডের দিকে ফিরিল। বাসবী চলিয়া গেল।

উল্কা গভীর বিরাগ ভরে বলিল—তুমিই ভূতপূর্ব রাজা চণ্ড!

চণ্ড বলিলেন—ভূতপূর্ব নয়, আমিই রাজা। আমি থাকতে মগধে অন্য রাজা নেই।

উল্কা বলিল—তোমার প্রজারা তাহলে তোমাকে হত্যা করেনি!

চণ্ড দম্ভভরে বলিলেন—আমাকে হত্যা করবে এত সাহস কার আছে? যেদিন শিকল ছিড়ব—

চণ্ড শিকল ছিড়িবার চেষ্টায় দুই বাহু আস্ফালন করিতে লাগিলেন, শিকল কিন্তু ছিড়িল না।

উল্কা কুঞ্চিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—মহারাজ চণ্ড, মোরিকা নামে রাজপুরীর এক দাসীকে মনে পড়ে?

মোরিকা। কে মোরিকা।

মনে করে দেখুন, আপনার অবরোধে মোরিকা নামে দাসী ছিল—মোরিকার এক বিষকন্যা জন্মেছিল—আপনি সেই বিষকন্যার পিতা। মনে পড়ে?

চণ্ডের ক্রুর চক্ষু সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—

মনে পড়েছে। সেই বিষকন্যাকে শ্মশানের বালুতে পুঁতেছিলাম-হাঃ হাঃ হাঃ—মন্ত্রী শিবমিশ্রকেও শৃগালে ছিঁড়ে খেয়েছিল—

উল্কার কণ্ঠে গাঢ় শীৎকার ফুটিয়া উঠিল—

সে বিষকন্যা মরেনি, শিবমিশ্রকেও শৃগালে ছিঁড়ে খায়নি। মহারাজ চণ্ড, ভাল করে চেয়ে দেখুন নিজের কন্যাকে চিনতে পারছেন না? (চণ্ড বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন) আমি সেই বিষকন্যা!—মহারাজ, শিশুনাগ বংশের চিরন্তন নিয়তি মনে আছে কি? এ বংশের রক্ত যার শরীরে আছে সে-ই পিতৃহন্তা হবে। তাই বহু দুর থেকে বংশের প্রথা পালন করতে এসেছি।

উল্কা কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিল। কিন্তু উত্তেজনার ঝোঁকে সে চণ্ডের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, চণ্ড শৃঙ্খলিত হস্তে তাহার মণিবন্ধ ধরিয়া ফেলিলেন। উল্কা হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, চণ্ডের বজ্রমুষ্টির চাপে ছুরি তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। নিঃশব্দে দুজনের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল।

এই স্থান হইতে কিয়দ্দূরে নাগবন্ধুকে দেখা গেল। মুহূর্ত মধ্যে ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া নাগবন্ধু ছুটিয়া আসিল।

ইতিমধ্যে চণ্ড দুই হাতে উল্কার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছেন, উল্কার মুখ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নাগবন্ধু ছুটিয়া আসিয়া উল্কার স্খলিত ছুরি তুলিয়া লইল এবং একটি আঘাতে উহা চণ্ডের কণ্ঠে প্রবিষ্ট করাইয়া দিল।

চণ্ডের হাত শিথিল হইয়া গেল, তিনি চিৎ হইয়া বেদীর উপর পড়িয়া গেলেন। উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কটিলগ্ন হস্তে দেখিতে লাগিল।

চণ্ডের প্রকাণ্ড দেহ মৃত্যু-যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিতে লাগিল। দুইবার তিনি কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বাক্যস্ফূর্তি হইল না, মুখ দিয়া গাঢ় রক্ত নির্গলিত হইয়া পড়িল। তারপর চণ্ডের দেহ স্থির হইল।

ঊর্ধ্বে বায়সের কর্কশ স্বর শোনা গেল। উল্কা এবং নাগবন্ধু চোখ তুলিয়া দেখিল অদূরে একটি বৃক্ষের শুষ্ক শাখায় বসিয়া কাক ডাকিতেছে।

4

একটি বকুল গাছের নিষ্পত্র শাখায় নূতন পত্রোদগম হইয়াছে, একটি কোকিল শাখায় বসিয়া ডাকিতেছে।

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে সেই কোকিলের ডাক শোনা যাইতেছে। কক্ষটি প্রশস্ত ও মহার্ঘ উপকরণে সজ্জিত, রঙিন পক্ষ্মল আস্তরণে ভূমিতল আবৃত, তদুপরি কয়েকটি বৃহৎ উপাধান ন্যস্ত। একটি অর্ধগোলাকৃতি গবাক্ষ হইতে পুরভূমির বৃক্ষাদি এবং অবরোধের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। লৌহজালিকে পিনদ্ধবক্ষ একটি যবনী প্রতিহারী ধনুর্বাণ হস্তে দ্বারে পাহারা দিতেছে।

কক্ষটি মহারাজ সেনজিতের বিশ্রামগৃহ। কক্ষে আছেন স্বয়ং সেনজিৎ, বিদূষক বটুক ভট্ট এবং মহারাজের চারিজন বয়স্য। বটুক ভট্টের চূড়াকৃতি কেশে পাক ধরিয়াছে। তিনি সেনজিতের সহিত পাশা খেলিতেছেন। বয়স্যদের মধ্যে দুইজন বসিয়া তাম্বুল চিবাইতে চিবাইতে খেলা দেখিতেছেন; একটি বয়স্য ভূমি-শয়ান বীণার তন্ত্রীতে অলসভাবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছেন, চতুর্থ বয়স্য করতালি দিয়া সঙ্গত করিতেছেন। মধু-অপরাহের আলস্যে সকলেই যেন একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন। কক্ষে স্ত্রীলোক কেহ নাই।

সহসা কক্ষের বাহির হইতে নারীকণ্ঠের সঙ্গীত ভাসিয়া আসিল। সকলে সচকিত হইয়া চারিদিকে চাহিলেন। কোন রমণী গান গায়? বটুক ভট্ট অধরে অঙ্গুলি রাখিয়া সকলকে

নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন, তারপর পা টিপিয়া টিপিয়া দ্বারের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিলেন।

অলিন্দের এক প্রান্তে বাতায়নের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যবনী প্রতিহারী আপন মনে গান ধরিয়াছে। তাহার নীল চক্ষু দুটির বিষণ্ণ দৃষ্টি দিগন্তের পানে প্রসারিত, যেন সুদুর স্বদেশের স্বপ্ন দেখিতেছে।

যবনীর গান শেষ হইলে কক্ষের মধ্যে রাজবয়স্যেরা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। যবনী লজ্জা পাইয়া চকিতে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তীর-ধনুক হাতে লইয়া দ্বারের পাশে ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

বটুক ভট্ট ফিরিয়া গিয়া রাজার সম্মুখে বসিলেন, ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন—

ধিক বয়স্য! শত ধিক্ তোমাকে!

সেনজিৎ মৃদু বিস্ময়ে বলিলেন—কী হল বটুক!

বটুক ভট্ট বলিলেন—একটা যবনী প্রতিহারী বসন্তের সমাগমে তার প্রাণেও রঙ ধরেছে আর তুমি বয়স্য নীরস শকুনির মত বসে বসে পাশা খেলছ! ছিঃ!

কপট ক্রোধে বটুক ভট্ট পাশার গুটিকাগুলি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেনজিৎ স্মিতমুখে বলিলেন—কি করতে বলো?

যাও, অন্তঃপুরে যাও, নুপুর-নিক্কণ শোনো, কঙ্কণ কিঙ্কিণীর ঝনৎকার শোনো। হায় হতোস্মি— বটুক ভট্ট ললাটে করাঘাত করিলেন।

সেনজিৎ বলিলেন—আবার কি হল?

ভুলে গিয়েছিলাম। মনে ছিল না যে তোমার অবরোধে স্ত্রীলোক নেই—অন্তঃপুর শুন্য খাঁ খাঁ করছে—কেবল হতভাগ্য কঞ্চুকীটা প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহা, কঞ্চুকীর মুখ দেখলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। বটুক গভীর নিশ্বাস মোচন করিলেন।

সেনজিৎ বলিলেন—বয়স্য, দেখছি তোমার গায়েও বসন্তের হাওয়া লেগেছে। মদনোৎসবের আর বিলম্ব কত?

বটুক ভট্ট কহিলেন—মদনের সঙ্গে যার মৌখিক পরিচয় পর্যন্ত নেই, মদনোৎসবের সঙ্গে তার কী প্রয়োজন। বিল্বফল পাকলো কি না তাতে—ইয়ে—পরভৃতের কি লাভ?

সেনজিৎ হাসিয়া বলিলেন—ধন্য বটুক, তুমি আমাকে কাক না বলে কোকিল বলেছ। কোকিল কিন্তু ভারী গুণবান পক্ষী।

একজন বয়স্য বলিলেন—দোষের মধ্যে পরের বাসায় ডিম্ব প্রসব করে।

বটুক ভট্ট অঙ্গুলি তুলিয়া বলিলেন—এ বিষয়ে, বয়স্য, তোমার চেয়ে কোকিল ভাল।

কিসে?

কোকিল তো তবু পরগৃহে বংশরক্ষা করে, তুমি যে একেবারেই

বটুক ভট্ট হতাশাসূচক হস্তভঙ্গি করিলেন। সেনজিৎ ক্ষণকাল বিমনা হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন

দেখ বটুক, তোমাদের একটা গোপনীয় কথা বলি—নারীজাতিকে আমি বড় ভয় করি, তাই মদনোৎসবের সময় আমার প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই সময় নারীজাতি অত্যন্ত দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে।

বটুক ভট্ট বিমর্ষভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—সে কথা সত্য। এই সময় স্ত্রীজাতি তাদের অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে পুরুষের দিকে ধাবিত হয়। আমার গৃহিণীর সাতটি সন্তান বয়সেরও ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কয়েকদিন থেকে লক্ষ্য করছি তিনি আমার পানে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করছেন।

বয়স্যেরা হাসিল, সেনজিৎ হাসি গোপন করিলেন।

বড় ভয়ানক কথা, বটুক। তবে আর তোমার ঘরে ফিরে গিয়ে কাজ নেই; আমার অন্তঃপুর শুন্য আছে, তুমি সেখানেই থাকো। এ বয়সে গৃহিণীর কটাক্ষ বাণ খেলে আর প্রাণে বাঁচবে না।

বটুক আরও মোহ্যমান হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—তা হয় না বয়স্য। এই নিদারুণ বসন্তকালে দেশসুদ্ধ কোকিল পর-গৃহে ডিম্ব উৎপাদন করবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে এসময় গৃহত্যাগ করলে অন্য বিপদ এসে জুটবে।

একজন বয়স্য প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিলেন–মহারাজ, সত্য বলুন, পরিহাস নয়, স্ত্রীজাতির প্রতি আপনার বিরাগ কিসের জন্য। বিশেষ কোনও কারণ আছে কি?

সেনজিৎ লঘুস্বরে বলিলেন—রুচির অভাবই প্রধান কারণ। তাছাড়া, এই নারীজাতিই পুরুষের সকল দুঃখের মূল। ভেবে দেখ শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ কর কুরু-পাণ্ডবের কাহিনী। এইসব উদাহরণ দেখে স্ত্রীজাতির কাছ থেকে দূরে থাকাই ভাল।

বয়স্য প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু মহারাজ–বংশধর!

সেনজিতের মুখ হইতে লঘুতার সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া গেল, তিনি গভীর ক্ষোভপূর্ণ চক্ষে বয়স্যের পানে চাহিলেন—

বংশধর! ভানুমিত্র, শিশুনাগ বংশে বংশধরের কথা চিন্তা করতে তোমার ভয় হয় না? এই অভিশপ্ত বংশে যে জন্মেছে সে-ই নিজের পিতাকে হত্যা করেছে। শুনেছি এ বংশে আমি ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। আমার ঐকান্তিক কামনা, আমার সঙ্গেই যেন এ বংশের শেষ হয়।

বয়স্যেরা নতমুখে নিরুত্তর রহিলেন। এই সময় বাহিরে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ হইতে তূর্যধ্বনি হইল; এই তূর্যধ্বনির অর্থ—কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তি রাজদর্শনে আসিয়াছেন। সেনজিৎ ঈষৎ বিরক্তভাবে চক্ষু তুলিলেন–

এ সময় কে দেখা করতে চায়? বটুক, তুমি দেখ গিয়ে বলবে আমি এখন বিশ্রাম করছি, কাল রাজসভায় দেখা হবে।

রাজকীয় কার্য করিতে যাইতেছেন তাই বটুক ভট্টের মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; তিনি উত্তরীয়টি স্কন্ধে রাখিয়া মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। সেনজিৎ উঠিয়া গবাক্ষের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। বয়স্য চারিজন সঙ্কোচ বোধ করিয়া ঘরের চারিদিকে ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িলেন।

এই সময় বটুক ভট্ট প্রায় মুক্তকচ্ছ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন এবং আর্তকণ্ঠে মহারাজ। বলিয়া সেনজিতের আড়ালে আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

সেনজিৎ সবিস্ময়ে বলিলেন—এ কি বটুক! কি হয়েছে?

মহারাজ, জঙ্ঘাবল প্রদর্শন করছি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু পালিয়ে এলে কেন? কে এসেছে?

বটুক ভট্ট ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—তা ঠিক বলতে পারি না। বোধ হয় দিব্যাঙ্গনা।

সেনজিৎ বিস্মিত হইলেন-দিব্যাঙ্গনা! স্ত্রীলোক?

বটুক ভট্ট সবেগে মুণ্ড নাড়িলেন—কদাচ নয়। উর্বশী হলেও হতে পারে, নচেৎ নিশ্চয় তিলোত্তমা। কিন্তু তার বক্ষে লৌহজালিক, রণরঙ্গিণী মূর্তি!

এই সময় যবনী প্রতিহারী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সেনজিৎ তাহার পানে সপ্রশ্ন চক্ষু ফিরাইলেন।

প্রতিহারী বলিল—বৈশালী থেকে এক রাষ্ট্রদূতী এসেছেন—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

সেনজিৎ ক্ষণেক নির্বাক থাকিয়া বলিলেন—রাষ্ট্রদূতী।—নিয়ে এস।

যবনী প্রস্থান করিল এবং ক্ষণকাল পরে উল্কাকে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

উল্কা দ্বারপথে দাঁড়াইয়া প্রথমেই সেনজিতের দিকে চাহিল; উভয়ের দৃষ্টি ক্ষণেক পরস্পর আবদ্ধ হইয়া রহিল। সেনজিৎ নিজের অজ্ঞাতসারেই উল্কার নিকটবর্তী হইলেন, সহজ সৌজন্যের সহিত গাম্ভীর্যমিশ্রিত স্বরে কহিলেন—

ভদ্রে, শুনলাম তুমি বৈশালী থেকে আসছ, তোমার কী প্রয়োজন?

উল্কা চিনিয়াছিল ইনিই সেনজিৎ, সে একটু অভিনয় করিল; সম্ভ্রমপূর্ণ অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল— আমি পরমভট্টারক শ্রীমন্মহারাজ সেনজিতের দর্শনপ্রার্থিনী, তাঁর কাছেই আমার প্রয়োজন নিবেদন করব।

সেনজিৎ শান্তভাবে বলিলেন-আমিই সেনজিৎ।

উল্কার বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষু ক্ষণেকের জন্য অর্ধনিমীলিত হইয়া আসিল; সে দুই পদ অগ্রসর হইয়া মহারাজের পদপ্রান্তে নতজানু হইয়া যুক্তকরপুট ললাটে স্পর্শ করিল। তারপর নিজ অঙ্গত্রাণের ভিতর হইতে জতুমুদ্রালাঞ্ছিত পত্র বাহির করিয়া মহারাজের হাতে দিল। বলিল

মহারাজ, আমি চিনতে পারিনি, ক্ষমা করুন। এই আমার পরিচয়পত্র

সেনজিৎ বলিলেন—স্বস্তি—স্বস্তি

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, সেনজিৎ জতুমুদ্রা ভাঙিয়া পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। বটুক ভট্ট সেনজিতের পিছনে লুকাইয়া ছিলেন, সন্তর্পণে গলা বাড়াইয়া দেখিলেন উল্কা একাগ্রচক্ষে সেনজিৎকে নিরীক্ষণ করিতেছে। তিনি আবার মুণ্ড টানিয়া লইলেন। অন্য বয়স্যেরা বিমুগ্ধ নেত্রে উল্কার পানে চাহিয়া রহিল।

সেনজিৎ লিপি পাঠ করিয়া বলিলেন—দেখছি, মিত্ররাজ্য লিচ্ছবি তোমাকে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি করে মগধের রাজসভায় পাঠিয়েছেন। তা ভাল। আমি তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। (ঈষৎ হাসিয়া) বৈশালীর রাষ্ট্রনায়কেরা একটি পুরাঙ্গনাকে প্রতিভূরূপে পাঠিয়েছেন এটা তাঁদের প্রীতির নিদর্শন সন্দেহ নেই, তবে রাজনীতির ক্ষেত্রে এ রীতি কিছু নূতন।

উল্কা বলিল–মহারাজ, লিচ্ছবির প্রজাতন্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের কোনও প্রভেদ নেই—সকলে সমান।

বটুক ভট্ট এইবার আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদূষক-সুলভ চপলতা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—

শুধু তাই নয়, বৈশালীতে নিশ্চয় পুরুষের অভাব ঘটেছে, তাই তারা এই সুন্দরীকে পুরুষ সাজিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বয়স্য, বৈশালী যখন মিত্ররাজ্য, তখন তোমারও উচিত

মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ কিছু পুরুষ পাঠিয়ে দেওয়া। তাতে মিত্রতার বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

উল্কা অবজ্ঞাভরে বটুকের পানে চাহিল——মগধে পুরুষ প্রতিনিধির প্রয়োজন নেই বলেই বোধহয় মহামান্য কুলপতিরা এই পুরকন্যাকে পাঠিয়েছেন, নচেৎ লিচ্ছবিদেশে প্রকৃত পুরুষের অভাব নেই।

বটুক গম্ভীরভাবে দক্ষিণে বামে মাথা নাড়িলেন—

বৈশালিকে, লিচ্ছবিদেশে যদি প্রকৃত পুরুষ থাকত তাহলে কখনই তোমাকে মগধে আসতে দিত না।

উল্কা উত্ত্যক্ত হইয়া সেনজিতের পানে চাহিল। বলিল—মহারাজ, এই বিদূষক কি আপনার বাক-প্রতিভূ?

সেনজিৎ উত্ত্যক্ত স্বরে বলিলেন—আঃ বটুক, চপলতা সংবরণ কর, এখন চপলতার সময় নয়।

বটুক ভট্ট যেন রাজার তিরস্কারে ভয় পাইয়াছেন এরূপ অভিনয় করিয়া দূরে একটি উপাধানে ঠেস দিয়া বসিলেন। সেনজিৎ উল্কার দিকে ফিরিলেন—

ভদ্রে—

উল্কা মৃদু হাসিয়া বলিল—আয়ুষ্মন্, আমার নাম উল্কা।

বটুক ভট্ট ভয়ার্তভাবে চক্ষু ঘূর্ণিত করিলেন—

ওফ!

সেনজিৎ বলিলেন—ভাল—উল্কা, আবার তোমাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। কাল থেকে সভায় অন্য পাত্রমিত্রদের সঙ্গে তোমার আসন হবে।

উল্কা সরল উৎকণ্ঠার অভিনয় করিয়া সেনজিতের কাছে সরিয়া আসিল—

মহারাজ, সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা কি আমার অবশ্য কর্তব্য? রাজসভার শিষ্টতা আমি কিছুই জানি না, এই আমার প্রথম দৌত্য।

সেনজিৎ বলিলেন—সভায় উপস্থিত থাকা-না-থাকা পাত্রমিত্রের প্রয়োজন আর অভিরুচির ওপর নির্ভর করে। তোমার যখন ইচ্ছা হবে তখন সভায় আসতে পার।

ভাল মহারাজ।

যাহোক, বহুদূর পথ এসে তুমি আর তোমার পরিজন নিশ্চয় ক্লান্ত হয়েছ, আগে তোমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বাহ্নে সংবাদ না পাওয়ায় তোমাদের সমুচিত বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়নি।

বটুক অমনি চট্‌ করিয়া বলিলেন—

তাতে কী হয়েছে! মহারাজের অন্তঃপুর তো শুন্য, সেইখানেই অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা হোক।

সেনজিৎ বিরক্ত মুখে বটুক ভট্টের পানে চাহিলেন। উল্কার চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল

মহারাজের অন্তঃপুর শূন্য! তবে কি

বটুক ভট্ট সশব্দে নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন—

কিছু নেই রানী উপরানী কিছু নেই।

উল্কা চোখের বিজয়োল্লাস গোপন করিয়া ক্লান্তির অভিনয় করিল। বলিল—

মহারাজ, আমরা সত্যই পথশ্রান্ত; যদি বাধা না থাকে আমি আর আমার সখীরা অবরোধেই আশ্রয় নিতে পারি। আমরা নারী, মহারাজের আশ্রয়ে থাকাই আমাদের পক্ষে শোভন হবে।

প্রস্তাব সেনজিতের খুব মনঃপূত হইল না, তিনি মস্তকের উপর দিয়া একবার করতল সঞ্চালিত করিয়া যবনী প্রতিহারীর দিকে ফিরিলেন—

যবনি, কঞ্চুকীকে ডেকে আনো।

কঞ্চুকী বোধহয় দ্বারের বাহিরেই অপেক্ষা করিতেছিল, তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিল। কঞ্চুকীকে পূর্বে চণ্ডের সভায় আমরা দেখিয়াছি, এখন বয়স আরও বাড়িয়াছে।

এই যে মহারাজ, আমি উপস্থিত।

সেনজিৎ বলিলেন—তুমি এসেছ! কাছেই ছিলে মনে হচ্ছে। যাহোক, ইনি আর এঁর সখীরা আপাতত অবরোধে থাকবেন, তার ব্যবস্থা কর।

কঞ্চুকী মহানন্দে বলিল—ধন্য মহারাজ। (উল্কাকে) দেবি, আসুন—আসুন আমার সঙ্গে

উল্কা গমনোদ্যতা হইয়া হাসিমুখে সেনজিতের দিকে ফিরিল এবং দুই করতল যুক্ত করিয়া বলিল—

জয়োস্তু মহারাজ।

দ্বারের পাশে যবনী প্রতিহারী দাঁড়াইয়া আছে, উল্কা কঞ্চুকীর অনুসরণ করিয়া দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইল। এই সময় বটুক ভট্ট পশ্চাৎ হইতে একটি বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিলেন—

বৈশালিকে, রাজকার্য তো বেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন হল, এখন একটি কথা জানতে পারি কি?

উল্কা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ভ্রূ তুলিল—

বটুক ভট্ট বলিলেন—বৈশালীর সকল সীমন্তিনীই কি সদাসর্বদা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে থাকেন? ভ্রূকুটির ভল্ল আর বক্ষের লৌহজালিক কি তাঁরা একেবারেই ত্যাগ করেন না?

উল্কার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে ক্ষিপ্রহস্তে যবনী প্রতিহারীর তুণীর হইতে একটি তীর লইয়া ভল্লের ন্যায় বটুক ভট্টের শির লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিল, বলিল—

তোমার মত কদাকার কিম্পূরুষ দেখলে বৈশালীর নারীরা অস্ত্রত্যাগ করে।

বটুক ভট্ট আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন। উল্কা ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কঞ্চুকীর সহিত প্রস্থান করিল। উল্কার নিক্ষিপ্ত শরটি বটুর ভট্টের চূড়াকৃতি কেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আটকাইয়া গিয়াছিল, বটুক শর ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

সেনজিৎ হাসিলেন—তোমার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। বৈশালীর মেয়েদের লক্ষ্যবেধ দেখছি অব্যর্থ। তুমি আর ওর সঙ্গে রসিকতা করতে যেও না।

বটুক ভট্ট কাতরস্বরে বলিলেন—না বয়স্য, আর করব না—এ বয়সে আগুন নিয়ে খেলা আর সহ্য হবে না। এখন দয়া করে তীরটা বার করে নাও

সেনজিৎ হাসিতে লাগিলেন, বয়স্যেরাও যোগ দিল।

***

রাজ অবরোধ। পৌর ভবনের একটি অংশ প্রাচীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত; ভিতরে বিস্তৃত ভূমির মধ্যস্থলে সুন্দর একটি ভবন। তাহাকে ঘিরিয়া নানা জাতীয় বৃক্ষ, পুষ্পোদ্যান, জলাশয়। একটি সুদৃশ্য সেতু পার হইয়া অবরোধে প্রবেশ করিতে হয়, অন্য পথ নাই।

কঞ্চুকী সেতু-মুখে দাঁড়াইয়া উল্কা ও তার সখীদের অভ্যর্থনা করিল, কয়েকটি কিঙ্করী মালা পানপাত্র লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা উল্কা ও সখীদের গলায় মালা পরাইয়া দিল,

সোনার পাত্রে স্নিগ্ধ পানীয় দিয়া সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করিল। পুলকিত কঞ্জুকী সহর্ষে দুই হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে পরিদর্শন করিতে লাগিল।

উল্কা ও বাসবী উদ্যানের একদিকে চলিল, সখীরা অন্যদিকে চলিল। সকলেরই চোখেমুখে বিস্ময় ও আনন্দ।

উল্কা ও বাসবী সরোবরের পাষাণ-তটে আসিয়া দাঁড়াইল। জলে অসংখ্য কমল ফুটিয়াছে। বাসবী ভিতরের কথা কিছু জানিত না, সে উল্কাকে নানা কৌতূহলী প্রশ্ন করিতেছে।

প্রিয় সখি, মহারাজকে কেমন দেখলে বল না!

উল্কার অধরে অর্থপূর্ণ কুটিল হাসি খেলিয়া গেল—

মহারাজ সেনজিৎ! কেমন আর দেখব? সাধারণ মানুষ—দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজ বলে মনেই হয়।

চেহারা কেমন?

সুকুমার যুবাপুরুষ।

কেমন কথা বলেন?

বেশ মিষ্টি। মানুষটি খুব নিরীহ—ক্ষাত্র তেজ কিছু দেখলাম না।

আচ্ছা প্রিয় সখি, ওঁকে তোমার বেশ লেগেছে?

উল্কা চকিত হইয়া বাসবীর দিকে চাহিল—

কেন বল দেখি?

বাসবী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—না—অমনি—জানতে ইচ্ছে হল। বল না।

উল্কার ভ্রূর মাঝখানে একটি সূক্ষ্ম রেখা পড়িল, সে যেন ভাবিতে ভাবিতে বলিল—

মন্দ লাগল না—শিশুনাগ বংশের যে খ্যাতি শুনেছিলাম, সে রকম নয়। (মুখ কঠিন হইল) কিন্তু তা বলে আমার কর্তব্য আমি ভুলব না।

বাসবী না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল—তোমার কর্তব্য! কোন কর্তব্য?

উল্কা আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—এই—আমার রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। মগধের রাজসভায় আমি বৈশালীর প্রতিনিধি, মহারাজ সেনজিতের সঙ্গে আমার তার বেশী সম্বন্ধ নেই।

বাসবী মনে মনে কল্পনার জাল বুনিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে একটু নিরাশ হইল, বলিল—

ও হাঁ—তা বটে।

বাসবীর মুখ দেখিয়া উল্কা মনে মনে হাসিল। একটু দুষ্টামির সুরে বলিল—

আর একটা খবর জানিস? মহারাজ এখনও বিয়ে করেননি!

বাসবী আবার কুতুহলী হইয়া উঠিল— ওমা সত্যি! একটিও রানী নেই?

একটিও রানী নেই।

বাসবী অমনি জল্পনা শুরু করিল

বোধহয় মনের মত সুন্দরী পাননি তাই বিয়ে করেননি

তা হবে।

বাসবী উল্কার প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষপাত করিল—

এবার বোধহয় মহারাজের বিয়ের ফুল ফুটবে।

উল্কা বলিল-তাই নাকি! কি করে জানলি?

বাসবী হাসিয়া উঠিল, তারপর উল্কার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল

মগধের তরুণকান্তি মহারাজ যদি আমার প্রিয় সখীকে ভালবেসে ফেলেন—আর নিজের রানী করেন তাহলে কিন্তু বেশ হয়! না প্রিয় সখি?

উল্কা অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। সহসা তাহার গণ্ডদুটি রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল।

***

দুই-তিন দিন পরে।

মগধের রাজসভায় সেনজিৎ সিংহাসনে আসীন। সভাসদগণ নিজ নিজ আসনে বসিয়াছেন। একজন মন্ত্রী রাজার পাশে দাঁড়াইয়া গত অহোরাত্রের প্রধান প্রধান সংবাদগুলি নিবেদন করিতেছেন। সুষ্ঠুভাবে রাজকার্য চলিতেছে। কেবল বটুক ভট্ট সিংহাসনের পাশে নিম্নাসনে বসিয়া সিংহাসনে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছেন।

সেনজিৎ বলিলেন—আর কোনও সংবাদ আছে?

মন্ত্রী ইতস্তত করিয়া বলিল—আর-ভূতপূর্ব মহারাজ চণ্ড—কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁকে

সেনজিৎ সংক্ষেপে বলিলেন—শুনেছি।–আর কিছু?

মন্ত্রী বলিলেন—আর বিশেষ কোনও সংবাদ নেই আর্য। শুধু রাজহস্তী পুষ্কর

সেনজিৎ চকিতে মুখ তুলিলেন—পুষ্কর! কী হয়েছে তার?

মন্ত্রী বলিলেন—কাল থেকে পুষ্কর একটু চঞ্চল হয়েছে। তাকে হস্তিশালায় বেঁধে রাখতে হয়েছে—

বটুক ভট্ট পুষ্করের নাম শুনিয়া চক্ষু মেলিয়াছিলেন, এখন সেনজিতের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন—

উঃ কী দুরন্ত এই বসন্তকাল! হাতিরও মন চঞ্চল হয়েছে!

এই সময় সভাসদগণের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাঁহারা সভায় একটি বিশেষ প্রবেশদ্বারের দিকে যুগপৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সভাধ্যক্ষ রাজপুরুষ দ্রুত দ্বারের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বটুক ভট্ট চকিতে সেই দিকে চাহিয়া সভ্য-ভব্য হইয়া বসিলেন। মহারাজ সেনজিৎও ঘাড় ফিরাইলেন।

উল্কা আসিতেছে। তাহার পরিধানে পুরুষবেশ, কিন্তু রণসজ্জা নয়। পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়ের সহিত সদর্পে পা ফেলিয়া সে সভায় প্রবেশ করিল। সভাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন

এই যে এদিকে—ইদো ইদো অজ্জা

উল্কা সভাধ্যক্ষের কথা গ্রাহ্য করিল না, একেবারে রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। যুক্তকরপুটে রাজাকে প্রণাম করিয়া সম্মুখ পংক্তির একটি আসনে গিয়া বসিল।

সেনজিৎ হাত তুলিয়া বলিলেন—স্বস্তি।

সভাসদগণ কানাকানি করিতে করিতে অপাঙ্গদৃষ্টিতে উল্কাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজন স্থুলকায় সভাসদ ঘাড় বাঁকাইয়া উল্কাকে দেখিতে গিয়া আসন হইতে পড়িয়া গেলেন। বটুক ভট্ট দেখিলেন—উল্কা যেখানে বসিয়াছে সে-স্থান তাঁহার নিকট হইতে বেশী দূর নয়। তিনি হামাগুড়ি দিয়া সিংহাসনের পশ্চাতে অদৃশ্য হইলেন।

সভাধ্যক্ষ রাজপুরুষ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—

মিত্ররাষ্ট্র লিচ্ছবির প্রতিনিধি।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। তারপর মন্ত্রী আবার গলা খাঁকারি দিয়া অন্যান্য সংবাদ শুনাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় একজন দৌবারিক দ্রুতপদে সভায় প্রবেশ করিল; রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ত্বরান্বিত স্বরে বলিল—

মহারাজ, বাইরে বড়ই বিপদ উপস্থিত, রাজহস্তী পুষ্কর হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে—শিকল ছিঁড়ে সে মাহুতকে পদদলিত করেছে

সভাসদগণ সভায় নিজ নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

দৌবারিক বলিল—পুষ্কর এখন সভা-প্রাঙ্গণে ছুটে বেড়াচ্ছে, যাকে সামনে পাচ্ছে তাকে আক্রমণ করছে।

বটুক ভট্ট সিংহাসনের পিছন হইতে গলা বাড়াইলেন—

আরে সর্বনাশ। যদি সভায় ঢুকে পড়ে।

সভাসদেরা আরও ভয় পাইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। উল্কা কিন্তু বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না, নিজ আসনে স্থিরভাবে বসিয়া সেনজিতের আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সেনজিৎ সিংহাসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাত তুলিয়া সভাসদগণকে আশ্বাস দিলেন— ভয় নেই, পুষ্কর সভায় প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা নিশ্চিন্ত থাকো— আমি দেখছি— সিংহাসন হইতে নামিয়া সেনজিৎ দ্বারের দিকে চলিলেন। উদ্বিগ্ন মন্ত্রী রাজার পিছনে আসিতে আসিতে বলিলেন–

আয়ুষ্মন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন!

বটুক ভট্ট ছুটিয়া আসিয়া রাজার হাত ধরিলেন—

বয়স্য, ক্ষ্যাপা হাতির সামনে যেও না। পুষ্কর ক্ষেপেছে, এখন তোমাকে চিনতে পারবে না—

সেনজিৎ বটুক ভট্টের স্কন্ধে হাত রাখিয়া মৃদু হাসিলেন।

ছি বটুক, এত ভয়! তোমরা বাতায়ন থেকে দেখ, পুষ্কর এখনি শান্ত হবে।

সেনজিৎ সভার দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া প্রস্থান করিলেন। উল্কা আসন ছাড়িয়া বাতায়নের দিকে চলিল।

***

রাজসভার পুরঃপ্রাঙ্গণ। উন্মত্ত রাজহস্তী পুষ্কর বৃংহণধ্বনি করিতে করিতে অঙ্গনময় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার পায়ে শৃঙ্খলের ছিন্নাংশ, গণ্ড হইতে মদস্রাব হইতেছে। মৃত হস্তীপকের। দলিত-পিষ্ট দেহ অঙ্গনের মাঝখানে পড়িয়া আছে। জীবন্ত মানুষ একজনও অঙ্গনে নাই।

সেনজিৎ অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, ধীরপদে পুষ্করের দিকে অগ্রসর হইলেন। সভাগৃহের বাতায়ন হইতে উল্কা রুদ্ধনিশ্বাসে দেখিতে লাগিল। সভাসদগণও অন্য অন্য বাতায়নে দাঁড়াইয়া পাণ্ডুর মুখে। রাজার অনিবার্য মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

সেনজিৎ কোমল তিরস্কারের কণ্ঠে ডাকিলেন—

পুষ্কর! পুষ্কর!

মত্ত হস্তী গর্জন করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, তাহার ক্ষুদ্র আরক্ত চক্ষু ঘুরিতে লাগিল। সেনজিৎ কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন—

ছি পুষ্কর! দুরন্তপনা করতে নেই।

সভার বাতায়ন হইতে উল্কা নিস্পন্দ স্থিরচক্ষু হইয়া দেখিতে লাগিল। সেনজিৎ পুষ্করের আরও কাছে আসিলেন, পুষ্কর শুঁড় উদ্যত করিল। সেনজিৎ মৃদুকণ্ঠে হাসিলেন।

পুষ্কর! আমাকে চিনতে পারছিস না?

তিনি পুষ্করের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। পুষ্কর একটু দ্বিধা করিল, তারপর শুড় নামাইল।

দুই চোখে অবিশ্বাস-ভরা বিস্ময় লইয়া উল্কা বাতায়ন হইতে দেখিতেছে। সেনজিৎ মৃদুকণ্ঠে পুষ্করের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, পুষ্কর শান্ত হইয়া শুনিল। সেনজিৎ আগে আগে হস্তীশালার দিকে চলিলেন, পুষ্কর দুলিতে দুলিতে তাঁহার পিছনে চলিল। সভাগৃহের বাতায়ন হইতে সভাসদগণের হর্ষধ্বনি ভাসিয়া আসিল।

***

দুই দণ্ড পরে। সভাগৃহ শূন্য হইয়া গিয়াছে, কেবল উল্কা একাকিনী নিজ আসনে বসিয়া আছে।

সেনজিৎ প্রবেশ করিলেন এবং উল্কাকে দেখিয়া বিস্ময়ভরে তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

এ কি! সভা অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে—তুমি এখনও এখানে!

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইল, লজ্জিত নতমুখে বলিল—আপনাকে একটি কথা বলবার জন্যে অপেক্ষা করছি মহারাজ।

সেনজিৎ ভ্রূ বলিলেন—কী কথা?

উল্কা আবেগভরে বলিল—মহারাজ, আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।

চিনতে পারিনি!

আমি ভেবেছিলাম আপনি নিরীহ—পৌরুষহীন—কিন্তু আজ আমার ভুল ভেঙেছে। আজ যা দেখলাম তা জীবনে কখনও ভুলব না। সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে এমন অটল নির্ভীকতা—

সেনজিৎ স্মিতমুখে বলিলেন—মৃত্যুকে আমি ভয় করি না উল্কা।

উল্কা উদ্দীপ্তস্বরে বলিল—শুধু মৃত্যুকে! মহারাজ, জগতে এমন কিছু আছে কি—যাকে আপনি ভয় করেন?

সেনজিৎ বলিলেন—আছে বৈকি।

উল্কা অবিশ্বাস-ভরা কৌতুকে প্রশ্ন করিল—সে কী বস্তু মহারাজ?

সে বস্তু—নারী। বলিয়া সেনজিৎ প্রস্থান করিলেন। উল্কার মুখের কৌতুক-দীপ্তি নিবিয়া গেল; সে দাঁড়াইয়া অধর দংশন করিতে লাগিল।

5

রাত্রিকাল। বৈশালীতে শিবামিশ্রের গৃহ। একটি কক্ষে প্রদীপ সম্মুখে রাখিয়া শিবামিশ্র অজিনাসনে বসিয়া আছেন, যেন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দ্বারে শব্দ হইল। শিবামিশ্র সেই দিকে ফিরিলেন। অন্ধকারে একটি হাত তাঁহার হাতে একটি কুণ্ডলিত লিপি দিয়া অপসৃত হইল। শিবামিশ্র লিপিটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলেন, তারপর জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার অধরে ক্রুর হাসি দেখা দিল। তিনি মনে মনে বলিলেন—

চণ্ড মরেছে—একটা ঋণ শোধ হল। আর একটা বাকি

লিপি পাকাইয়া তিনি প্রদীপশিখার উপর ধরিলেন। লিপি মশালের মত জ্বলিয়া উঠিল, তারপর ভস্মে পরিণত হইল।

***

প্রভাতের রবিকরোজ্জ্বল আকাশ। চঞ্চল-মধুর যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দে বাতাস পরিপূর্ণ। রাজার পক্ষী-ভবন। দীর্ঘ অলিন্দের মত একটি কক্ষ, তাহার দুই ধারে সারি সারি গবাক্ষ। প্রত্যেক গবাক্ষে একটি করিয়া সুন্দর পাখি ঝুলিতেছে, কেহ দাঁড়ে, কেহ খাঁচায়। একটি দীর্ঘ-পুচ্ছ ময়ুর সোনার দাঁড়ে বসিয়া আছে।

মহারাজ সেনজিৎ পক্ষীগুলিকে একে একে সন্দর্শন করিতেছেন। কাহাকেও ফল বা ধান্যশীর্ষ খাইতে দিতেছেন; শিস্ দিয়া কাহাকেও শিস্ দিতে শিখাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার মন পক্ষীতে নিবিষ্ট নয়, অবরোধের দিক হইতে যে চঞ্চল সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছে তাহার তাঁহার মন আকৃষ্ট করিয়া লইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে সঙ্গীতের সঙ্গে করতালি দিয়া তাল দিতেছেন, আবার সচেতন হইয়া পক্ষীদের পরিচয় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। মনে হয় তাঁহার মন ও ইন্দ্রিয়গুলি সঙ্গীতের অনুসরণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে।

সঙ্গীতধ্বনি আসিতেছিল অবরোধের সরোবর-তীর হইতে। উল্কা ও বাসবী আবক্ষ জলে নামিয়া জল-ক্রীড়া করিতে করিতে স্নান করিতেছিল; তিনটি সখী ঘাটের পৈঠায় বসিয়া বীণা মৃদঙ্গ সহযোগে বসন্তরাগের চচা করিতেছিল।

সেনজিৎ অবশ্য পক্ষী-ভবন হইতে এ দৃশ্য দেখিতে পাইতেছিলেন না, বাতায়নপথে কেবল অবরোধ-প্রাচীরের পরপারে তরুশীর্ষগুলি দেখিতে পাইতেছিলেন।

একটি গবাক্ষে শুকপক্ষীর দাঁড় ঝুলিতেছিল। সেনজিৎ বিমনাভাবে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন; হরিদ্বর্ণ পাখিটার মুখের কাছে একটি ধান্যশীর্ষ ধরিতেই সে হঠাৎ ভয় পাইয়া ঝটপট করিয়া উঠিল। তাহার পায়ের শিকলি কোনও ক্রমে খুলিয়া গিয়াছিল, সে উড়িয়া গিয়া অবরোধ-প্রাচীরের ওপারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেনজিৎ উদ্বিগ্নভাবে গবাক্ষের বাহিরে চাহিয়া আছেন এমন সময় পক্ষী-ভবনে বটুক ভট্টের আবিভাব হইল। তিনি রাজাকে গবাক্ষ-পথে অবরোধের পানে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিলেন।

এহুম–জয়োস্তু মহারাজ–জয়োস্তু। এই সুন্দর প্রভাতকালে বাতায়ন থেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই রমণীয়-না বয়স্য?

সেনজিৎ ফিরিয়া ঈষৎ সন্দিগ্ধভাবে তাকাইলেন

আমার শুক পাখিটা শিকলি কেটে উড়ে গেছে।

বটুক ভট্ট অবহেলাভরে বলিলেন—যাক গে, আরও অনেক পাখি আছে। বনের পাখি বনে উড়ে গেছে তাতে দুঃখ কি!

সেনজিৎ বলিলেন—বনে উড়ে যায়নি, অবরোধের ঐ আমলকী গাছটায় গিয়ে বসেছে!

বটুক ভট্ট বলিলেন-বাঃ! ভারি রসিক পাখি তো! তোমার পাখি এত রসিক হল কি করে তাই ভাবছি।

সেনজিৎ হঠাৎ বটুক ভট্টের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন

ঠিক হয়েছে—তুমি যাও, পাখিটাকে ধরে নিয়ে এস।

বটুক ভট্ট পশ্চাৎপদ হইলেন—

অ্যাঁ! পাখি আমলকী গাছে বসেছে, আমি তাকে ধরব কি করে! আমি কি কাষ্ঠ-মাজার-কাঠবেড়ালি—যে গাছে উঠব।

সেনজিৎ বলিলেন—তুমি যে ভাবে সিংহাসনের শিকল ধরে ওঠা-নামা করতে পারো কাঠবেড়ালি তোমার কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু। যাও যাও, আর দেরি কোরো না, এখনি হয়তো পাখিটা কোথায় উড়ে যাবে।

বটুক ভট্ট বিপাকে পড়িয়া বলিলেন—আঁ—কিন্তু আমি

নিতান্তই যদি গাছে চড়তে লজ্জা করে, উদ্যানপালিকাকে বোলো, সে ধরে দেবে। যাও।

সেনজিৎ বটুক ভট্টের পৃষ্ঠে লঘু করাঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে দ্বারের দিকে প্রচালিত করিলেন। বটুক ভট্টের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল তাঁহার যাইবার একটুও ইচ্ছা নাই। তিনি বলিলেন

অবশ্য রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, কিন্তু অনাহুতভাবে রাজ-অবরোধে প্রবেশ করা কি উচিত হবে? লোকে যদি নিন্দা করে

কেউ নিন্দা করবে না, তুমি যাও।

অকলঙ্ক-চরিত্র ব্রাহ্মণ-সন্তানকে সর্বদা সাবধানে থাকতে হয়—

সেনজিৎ ঘাড় ধরিয়া বটুক ভট্টকে নিজের দিকে ফিরাইলেন।

তোমার এত ভয়টা কিসের?

এঁ—এঁ–যদি আবার তীর ছোঁড়ে!

সেনজিৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—

ভয় নেই রসিকতা করতে যেও না, তাহলেই আর কোনও বিপদ ঘটবে না।

মানে–যেতেই হবে।

হ্যাঁ–রাজার আদেশ।

গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বটুক ভট্ট দ্বারের দিকে চলিলেন, আপন মনে বিড়বিড় করিতে লাগিলেন–

এই জন্যেই তো প্রজারা মাৎস্যন্যায় করে সামান্য একটা টিয়া পাখির জন্যে

দ্বার পর্যন্ত গিয়া বটুক ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

বয়স্য, আমি বলি, তুমিও আমার সঙ্গে চল না! দুজনে থাকলে বিপদে আপদে দুজনকে রক্ষে করতে পারব।

সেনজিৎ তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মুর্খ, আমিই যদি যাব তাহলে তোমাকে পাঠাচ্ছি কেন?

বটুক এবার ব্যাকুলভাবে হাত জোড় করিলেন।

বয়স্য, ক্ষমা কর, আমাকে একলা পাঠিও না। ঐ—ঐ বিদেশিনী যুবতীটাকে আমি বড় ভয় করি। মিনতি করছি, তুমিও চল।

সেনজিৎ একবার একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন—না, তুমি একাই যাও, আমি যাব না।

বটুক ভট্ট এবার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িলেন। বলিলেন-কেন, তোমার এত ভয় কিসের?

সেনজিৎ ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে বলিলেন-ভয়! কোন্ পাষণ্ড এ কথা বলে! আমি কি তোমার মত শিখা-সর্বস্ব ব্রাহ্মণ!

বটুক ভট্ট নীরবে মিটিমিটি চাহিতে লাগিলেন। সেনজিৎ তখন অধীরস্বরে বলিলেন—

বেশ, একলা যেতে ভয় পাও আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। নারী-ভয়ে মুক্তকচ্ছ ব্রাহ্মণকে রক্ষা করাও সম্ভবত রাজধর্ম।

সেনজিৎ বটুকের বাহু ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া চলিলেন। চলিতে চলিতে এক সময় বটুকের গলা হইতে চাপা হাসির মত একটা শব্দ বাহির হইল। রাজা সন্দিগ্ধভাবে চাহিলেন, কিন্তু বটুকের মুখে হাসির চিহ্নমাত্র দেখিতে পাইলেন না।

***

অবরোধের সরোবর-তীরে উল্কা ও বাসবী স্নান সারিয়া বেশ পরিবর্তন করিয়াছে। বাসবী গা-মোছা দিয়া চুলের জল ঝাড়িতেছে; উল্কা একটি রক্ত কুরুবক বৃক্ষের কাছে দাঁড়াইয়া অর্ধ-বিকশিত কুরুবকের কলি কানে পরিতেছে। অন্য সখীরা জলে নামিয়া স্নানের উপক্রম করিতেছে।

সহসা বাসবী বাহিরের দিকে তাকাইয়া গলার মধ্যে অস্ফুট শব্দ করিল –ও মা! উল্কা শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল।

অনতিদূরে এক আমলকী বৃক্ষের নিকটে সেনজিৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বৃক্ষের একটা শাখা দেখাইতেছেন। বটুক ভট্ট সঙ্গে আছেন। স্নানের ঘাটের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই।

এদিকে সখীরা উল্কার কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে। উল্কার চোখে বিদ্যুৎ। সে হ্রস্বকণ্ঠে সখীদের বলিল—

তোরা যা

বাসবী ও সখীরা চুপি চুপি অপসৃত হইল। উল্কা সেনজিতের উপর চক্ষু রাখিয়া নতজানু হইল, হাতের কাছে নূপুর পড়িয়াছিল, নিঃশব্দে দুই পায়ে পরিল, কয়েকটি ফুল ঝরিয়া পড়িয়া ছিল, সেগুলি কুড়াইয়া লইয়া আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। উল্কার মুখ দেখিয়া মনে হয় সে নিজের সঙ্গেই যেন ষড়যন্ত্র করিতেছে।

উল্কার দিকে প্রায় পিছন ফিরিয়া সেনজিৎ ও বটুক ভট্ট আমলকী বৃক্ষে পক্ষী অনুসন্ধান করিতেছিলেন, রিমঝিম্ নূপুরের শব্দে চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। উল্কাকে সেনজিৎ পূর্বে স্ত্রীবেশে দেখেন নাই; যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বটুক ভট্টও ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন।

নূপুরের ছন্দে বরতনু লীলায়িত করিয়া উল্কা রাজার দিকে অগ্রসর হইল; রাজা মোহগ্রস্তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। উল্কা হাসিমুকুলিত মুখে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, ফুলগুলিকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে রাজার দিকে বাড়াইয়া দিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিল—

প্রভাতে রাজদর্শন পেলাম—আজ আমার সুপ্রভাত। দেবপ্রিয়, দাসীর অর্ঘ্য গ্রহণ করুন।

সেনজিৎ নির্বাক চাহিয়া রহিলেন।

বটুক ভট্ট ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—দেখছ কি বয়স্য? আশীর্বাদ কর-জয়োস্তু জয়োস্তু—প্রজাবতী হও—চিরায়ুষ্মতী হও। ইতি বটুকভট্টঃ।

বলিতে বলিতে বটুক ভট্ট পিছু হটিয়া অন্তর্হিত হইলেন। সেনজিৎ ঈষৎ সচেতন হইয়া একটি ফুল উল্কার অঞ্জলি হইতে তুলিয়া লইলেন, সংযত স্বরে বলিলেন—

স্বস্তি। আয়ুষ্মতী হও।

উল্কা বলিল—মহারাজ! এতদিনে বিদেশিনী আশ্রিতার কথা মনে পড়ল! রাজকার্য কি এতই গুরু?

সেনজিৎ একটু অপ্রতিভ হইলেন। প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিলেন—আমার একটা টিয়া পাখি উড়ে এসে এই আমলকী গাছে বসেছে—তাকে ধরতে এসেছি।

উল্কা কলহাস্য করিয়া উঠিল—

সত্যি! টিয়া পাখি ধরতে এসেছেন! কই, আসুন তো দেখি কোথায় আপনার পাখি।

দুইজনে আমলকী বৃক্ষের আরও নিকটে গেলেন।

উল্কা জিজ্ঞাসা করিল—আপনার পাখির নাম কি মহারাজ?

সেনজিৎ বলিলেন—বিম্বোষ্ঠ।

উল্কা আনন্দে করতালি দিয়া বলিল—বিম্বোষ্ঠ! কি সুন্দর নাম। আমারও একটি টিয়া পাখি আছে, কিন্তু

সেনজিৎ প্রশ্ন করিলেন—তুমি টিয়া পাখি কোথায় পেলে?

উল্কা বলিল—কঞ্চুকী মশায় আমাকে দিয়েছেন। পাখি এরই মধ্যে আমার নাম ধরে ডাকতে আরম্ভ করেছে; কিন্তু তার নিজের এখনও নামকরণ হয়নি। কি নাম রাখি আপনি বলুন না মহারাজ।

সেনজিৎ বলিলেন—বাচাল নাম রাখতে পার।

উল্কা আবার কৌতুক বিগলিত কণ্ঠে হাসিল। সেনজিৎও একটু হাসিলেন; তাঁহার অনুসন্ধানী দৃষ্টি আমলকী বৃক্ষের চূড়ায় বিম্বোষ্ঠকে অন্বেষণ করিতে লাগিল।

ওদিকে বটুক ভট্ট অবরোধ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন। দেখিলেন কঞ্চুকী হন্তদন্তভাবে ভিতরে আসিতেছে।

বটুক ভট্ট জিজ্ঞাসা করিলেন—হন্ হন্ করে চলেছ কোথায়?

কঞ্চুকী ব্যস্তসমস্তভাবে প্রশ্ন করিল–মহারাজ নাকি অবরোধে পদার্পণ করেছেন।

বটুক ভট্ট বলিলেন—তা করেছেন কিন্তু তাই বলে তুমি এখন ওদিকে পদার্পণ কোরো না।

কঞ্চুকী বলিল—সে কী! আমি না গেলে মহারাজের পরিচর্যা করবে কে?

বটুক ভট্ট দৃঢ়ভাবে কঞ্চুকীর বাহু ধরিয়া বাহিরের দিকে প্রচালিত করিলেন। বলিলেন—পরিচর্যা করবার লোক আছে, তোমাকে ভাবতে হবে না। মহারাজ এখন ব্যস্ত আছেন। তিনি আর ঐ বৈশালীর মহিলাটি—দুজনে মিলে পাখি ধরছেন। ইতি বটুভট্টঃ।

বটুক গম্ভীরভাবে চোখ টিপিলেন।

বৃক্ষতলে উল্কা ও সেনজিৎ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বমুখে পক্ষী অন্বেষণ করিতেছেন। সহসা উল্কা একহাতে সেনজিতের হাত চাপিয়া ধরিয়া উত্তেজিত চাপা সুরে বলিয়া উঠিল—

ঐ যে। ঐ দেখুন আপনার ধূর্ত পাখি পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে। ঐ যে! দেখতে পেয়েছেন?

সেনজিৎ দৃষ্টি নামাইলেন, উল্কার হাত হইতে ধীরে ধীরে নিজের মণিবন্ধ ছাড়াইয়া লইলেন। ভ্রূকুটি করিয়া আবার ঊর্ধ্বে চাহিলেন।

ধমকের সুরে বলিলেন—বিম্বোষ্ঠ। নেমে আয়।

পাখিটা পত্রান্তরালে বসিয়া ফল খাইতেছিল, রাজার স্বর শুনিয়া চকিতে ফল ফেলিয়া দিল, সতর্কভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া নীচের দিকে তাকাইল, তারপর পাশের দিকে সরিয়া গিয়া এক শাখার আড়ালে লুকাইবার চেষ্টা করিল। উল্কা কপট ভ্রূকুটি করিয়া পাখিকে ডাকিল

ধৃষ্ট পাখি। এত সাহস তোর, মহারাজের আদেশ লঙ্ঘন করিস। এখনও নেমে আয়, নইলে দুই পায়ে শিকল দিয়ে খাঁচায় বন্ধ করে রাখব।

পাখি কিন্তু উল্কার শাসনবাক্য গ্রাহ্য করিল না।

সেনজিৎ বলিলেন—বিম্বোষ্ঠ ...না, ডাকলে আসবে না। কী করা যায়।

উল্কা কপোলে তর্জনী রাখিয়া চিন্তা করিল। সহসা তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—

এক উপায় আছে। একটু অপেক্ষা করুন

উল্কা অন্তঃপুর-ভবনের দিকে কয়েক পা গিয়া ডাকিল

বাসবী! ইন্দ্রসেনা। আমার পাখি নিয়ে আয়—পাখি।

বাসবী ছুটিয়া ভবন হইতে বাহির হইয়া আসিল, আবার ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সেনজিৎ ঈষৎ বিস্ময়ে বলিলেন—পাখি কি হবে?

উল্কা গূঢ় হাসিল—এখনি দেখতে পাবেন মহারাজ।

বাসবী ফিরিয়া আসিল; তাহার মণিবন্ধে বসিয়া আছে একটি টিয়া পাখি। উল্কা আগাইয়া গেল, টিয়া পাখিটা উল্কাকে দেখিয়া উল্কা উল্কা বলিয়া তাহার মণিবন্ধে আসিয়া বসিল। বাসবী উল্কার পানে অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া ফিরিয়া চলিয়া গেল। উল্কা রাজার কাছে

প্রত্যাবর্তন করিল। পাখি দেখিয়া সেনজিৎ উল্কার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তিনি ভ্রূ তুলিলেন।

পাখি দিয়ে পাখি ধরবে?

উল্কা হাসিয়া ঘাড় বাঁকাইল।

হাঁ। কেন, তা কি অসম্ভব?

সেনজিৎ শুষ্কস্বরে বলিলেন—জানি না। চেষ্টা করে দেখতে পার।

উল্কা তখন বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া কুহক-মধুর স্বরে ডাকিল–আয় আয় বিম্বোষ্ঠ! তোর সাথী তোকে ডাকছে। আয় আয়।

গাছের উপর বিম্বোষ্ঠ কৌতূহলীভাবে নীচের দিকে তাকাইল, ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া নিরীক্ষণ করিল। তারপর উড়িয়া আসিয়া উল্কার স্কন্ধে বসিল।

উল্কা বিজয়দীপ্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল—দেখলেন মহারাজ।

সেনজিৎ নীরসকণ্ঠে বলিলেন—দেখলাম। এবার আমার পাখি আমাকে দাও—আমি যাই।

বিম্বোষ্ঠের পায়ে শিকলির ছিন্নাংশ লাগিয়া ছিল, সেনজিৎ কাছে আসিয়া শিকলি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন। অমনি উল্কার পাখি ঝটপট্ করিয়া উড়িয়া গেল । বিম্বোষ্ঠ উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু সেনজিৎ শিকলি ধরিয়া ফেলিলেন। ভয় পাইয়া বিম্বোষ্ঠ সেনজিতের বুকের ওপর গিয়া পড়িল। তাহার তীক্ষ্ণ নখ রাজার উন্মুক্ত বক্ষে কয়েকটা আঁচড় কাটিয়া দিল। সেনজিৎ শিকলি ছাড়িয়া দিলেন, বিম্বোষ্ঠ উড়িয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে রাজার বক্ষে রক্ত-চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুই বিন্দু রক্ত সঞ্চিত হইয়া ধীরে ধীরে গড়াইয়া পড়িল। উল্কা সত্রাসে বলিয়া উঠিল—

সর্বনাশ! মহারাজ, এ কি হল! (ফিরিয়া) ওরে কে আছিস, অনুলেপন নিয়ে আয়—মহারাজ আহত হয়েছেন। বাসবী! বিপাশা!

সেনজিৎ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া প্রায় রূঢ়স্বরে বলিলেন-এ কিছু নয়, সামান্য নখক্ষত মাত্র।

উল্কা ত্রস্তভাবে বলিল–সামান্য নক্ষত! মহারাজ কি জানেন না, পশুপক্ষীর নখে বিষ থাকে!-কই, কেউ আসে না কেন? বিলম্বে বিষ যে শরীরে প্রবেশ করবে-বাসবী! ইন্দ্রসেনা!

কেহ আসিল না। তখন উল্কা হঠাৎ যেন পথ খুঁজিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিল।

মহারাজ, আপনি স্থির হয়ে দাঁড়ান, আমি বিষ টেনে নিচ্ছি—

উল্কার অভিপ্রায় মহারাজ ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার পুর্বেই উল্কা তাঁহার একেবারে কাছে গিয়া দাঁড়াইল, দুই হাত তাঁহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া ক্ষরণশীল ক্ষতের উপর অধর স্থাপন করিল। মহারাজ ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তারপর দ্রুত পিছু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

উল্কার অধরে মহারাজের বক্ষ-শোণিত, সে অর্ধস্ফুট বিস্ময়ে বলিল

কি হল?

সেনজিৎ ঘৃণাভরে বলিলেন—স্ত্রীলোকের পুরুষভাব আমি ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু নির্লজ্জতা অসহ্য।

উল্কার প্রতি আর দৃকপাত না করিয়া সেনজিৎ দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। উল্কা স্থির নেত্রে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চোখে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতে লাগিল। তারপর সে সজোরে দাঁত দিয়া অধর দংশন করিল।

সেনজিতের বিশ্রামগৃহ। রাজা একাকী কক্ষের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পদচারণ করিতেছেন, তাঁহার অশান্ত মুখে অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি প্রতিফলিত। একবার পরিক্রমণ করিতে

করিতে তিনি একটি সোনার দর্পণ তুলিয়া লইলেন, নিজের বক্ষস্থলে পাখির নখাঙ্কিত আঁচড়গুলি দেখিলেন। তারপর দর্পণ রাখিয়া দিলেন।

আরও কিছুক্ষণ পরিক্রমণ করিবার পর তাঁহার মনে হইল বদ্ধ ঘরে নিশ্বাসরোধ হইয়া আসিতেছে। তিনি একটি গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

দেখিলেন, অদূরে বলভির উপর কপোত-মিথুন প্রণয়লীলায় নিমগ্ন, চঞ্চু-চুম্বনের অবসরে কুজন করিতেছে। সেনজিৎ আবার গবাক্ষ বন্ধ করিয়া দিলেন।

অন্তঃপুরে উল্কার শয়নকক্ষ। বাতায়ন বন্ধ, তাই কক্ষটি ঈষদন্ধকার। উল্কা উপাধানে মুখ খুঁজিয়া শয্যায় শুইয়া আছে।

বাসবী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; তাহার পিছনে অন্য সখীগণ। সকলের মুখে-চোখে উৎকণ্ঠা। তাহারা নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যাপাশে দাঁড়াইল।

বাসবী কুণ্ঠিতস্বরে বলিল-প্রিয়সখি, কী হয়েছে?

উল্কা তড়িদ্বেগে উঠিয়া বসিল; তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ ক্রোধে বিকৃত। সে তীব্রস্বরে বলিল—কী—কি চাও তোমরা? যাও আমার সুমুখ থেকে-যাও

সখীরা উল্কার মূর্তি দেখিয়া পিছু হটিল, উল্কা আবার শুইয়া পড়িল এবং উপাধানে মুখ ঢাকিল। সখীরা শঙ্কিত মুখে পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে উল্কা আবার উঠিয়া বসিল; মুখের উপর হইতে স্খলিত কুন্তল সরাইয়া জ্বরাক্রান্ত চোখে শুন্যে চাহিয়া রহিল। তারপর শয্যা হইতে নামিল।

কক্ষের একটি প্রাচীরে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ছিল। চর্ম অসি ছুরিকা ইত্যাদি। উল্কা সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ অস্ত্রগুলি নিরীক্ষণ করিয়া ছুরিকাটি হাতে তুলিয়া লইল। তীক্ষ্ণাগ্র শলাকার ন্যায় ছুরি; উল্কা তাহা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া বাম করতলের উপর তাহার তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করিল। উল্কার কঠিন মুখ আরও কঠিন হইয়া উঠিল। সে ঘাড় ফিরাইয়া পাশের দিকে তাকাইল।

পাশের দেয়ালে কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে, বীণা বংশী মৃদঙ্গ। উল্কা সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, বীণার তন্ত্রীতে মৃদু অঙ্গুলির আঘাত করিল। তন্ত্রীর ঝঙ্কার শুনিয়া তাহার কঠিন মুখ একটু কোমল হইল, অধরে তিক্ত-তীক্ষ্ণ হাসি ফুটিল। সে ডাকিল

বাসবী—

বাসবী সাগ্রহ সশঙ্ক মুখে প্রবেশ করিল।—প্রিয়সখি—

উল্কা বাসবীকে জড়াইয়া ধরিল, বাসবী গলিয়া গেল।

উল্কা বলিল—তোরা আমার উপর রাগ করিসনি?

বাসবী বলিল—না না কিন্তু কি হয়েছে প্রিয়সখি? মহারাজ কি?

কিছু হয়নি-বসন্ত-পূর্ণিমা কবে জানিস?

বসন্ত-পূর্ণিমা। সে তো আর তিন দিন আছে। কঞ্চুকী মশাই বলছিলেন।

উল্কা নিজ মনে বলিল—তিন দিন যথেষ্ট।

কী বলছ কি যথেষ্ট?

উল্কা বাসবীর মুখের পানে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—বাসবী, আজ থেকে তিনদিনের মধ্যে-বসন্ত-পূর্ণিমার চাঁদ অস্ত যাবার আগে-মহারাজ সেনজিৎ আমার কাছে আসবেন—আমার প্রেম-ভিক্ষা করবেন। এ যদি না হয়, আমার নারী-জন্মই বৃথা।

প্রভাত কাল। মধুর স্বননে বংশী বাজিতেছে। পাটলিপুত্রের নগর-উদ্যানে গাছে গাছে ফুল ফুটিয়াছে, অশোক চম্পা কর্ণিকার কিংশুক; ফুলে ফুলে ফুলময়।

বেলা বাড়িয়া চলিল। পাটলিপুত্রের গৃহে গৃহে পুষ্প-কেতন উড়িতেছে, দ্বারে দ্বারে আম্রপত্রের মালিকা। নাগরিক নাগরিকগণ দল বাঁধিয়া পথে বাহির হইয়াছে। গান গাহিতে গাহিতে তাহারা চলিয়াছে, পথিকদের গায়ে কুঙ্কুম ছুঁড়িয়া মারিতেছে। বংশীর কলিত কলস্বনের সহিত যুবতীদের কলহাস্য মিশিতেছে।

চতুষ্পথের মাঝখানে মদন-মন্দির। মন্দিরের প্রাচীর নাই, পঞ্চস্তম্ভের উপর ছাদের চূড়া উঠিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে ধনুর্ধর দেবতার মূর্তি দেখা যাইতেছে। একদল যুবতী নাচিতে নাচিতে মন্দির পরিক্রমা করিতেছে ও প্রতিমার অঙ্গে পুষ্প-নিক্ষেপ করিতেছে। ইহারা নগরের বারনারী। নাচিতে নাচিতে রসে-ভরা যৌবনের গান গাহিতেছে।

6

সেনজিতের শয়নকক্ষ। রাজা পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছেন।

সহসা বাতায়নের বাহিরে বাদ্যযন্ত্র ও সঙ্গীতের কর্ণবিদারী শব্দ উত্থিত হইল। রাজার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বিরক্ত মুখে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ডাকিলেন—

অভিজিৎ।

রাজার সন্নিধাতা অভিজিৎ প্রবেশ করিল। তাহার বেশবাস উৎসবের উপযোগী; কর্ণে কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ, গলায় ফুলের মালা, পরিধানে পট্টাম্বর ও উত্তরীয়। সে প্রবেশ করিতেই রাজা রুক্ষস্বরে বলিলেন

এ কি! এত শব্দ কিসের?

সন্নিধাতা বলিল—আয়ুষ্মন্, আজ দোলপূর্ণিমা-মদনোৎসব!

রাজা শয্যা হইতে অবতরণ করিলেন। বলিলেন

মদনোৎসব—তা এত গণ্ডগোল কেন?

সন্নিধাতার মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল—

মহারাজ, আজ আনন্দের দিন—তাই পুরবাসীরা উৎসব করছে।

সেনজিৎ বাতায়ন খুলিয়া বাহিরে চাহিলেন, আবার তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিলেন—

উৎসব। কিসের জন্য উৎসব! যাও, এখনি বন্ধ করে দাও-মদনোৎসব হবে না।

সন্নিধাতা বুদ্ধিভ্রষ্টভাবে বলিল—মদনোৎসব হবে না—মদনোৎসব হবে না। কিন্তু মহারাজ

সেনজিৎ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—আমার আদেশ, মদনোৎসব বন্ধ থাকবে। যাও, নগরে ঘোষণা করে দাও—দাঁড়িয়ে দেখছ কি? যাও।

যথা আজ্ঞা মহারাজ-হতভম্ব অভিজিৎ প্রস্থান করিল।

রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে পুরীর দাসদাসীরা অভিনব বেশে সজ্জিত হইয়া উৎসবে মাতিয়াছে। যুবতী দাসীরা কোমরে কাপড় জড়াইয়া কাঁখে কলস লইয়া নাচিতেছে, ভৃত্যেরা শিঙা বাঁশী ঢোল বাজাইতেছে। যবনী প্রতিহারীরাও স্বদেশের পোষাক পরিয়া যোগ দিয়াছে। উদ্দাম উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অবরোধের একটি অলিন্দ। উল্কা বাতায়নে দাঁড়াইয়া রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাসাদ-অঙ্গন হইতে বাদ্যযন্ত্রের নিনাদ আসিতেছে। উল্কার চোখেমুখে অসহ্য উৎকণ্ঠা।

বাসবী আসিয়া উল্কার পাশে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বাসবী কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল—

প্রিয়সখি, মহারাজ তো আজও এলেন না।

উল্কা অধর দংশন করিয়া বলিল—না।

সহসা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ থামিয়া গেল। উল্কা ও বাসবী বিস্মিতভাবে পরস্পরের পানে চাহিল।

রাজপ্রাসাদের অঙ্গনে দাসদাসীরা নৃত্য-গীত বন্ধ করিয়া অবাক বিস্ময়ে রাজ-সন্নিধাতা অভিজিতের পানে চাহিয়া আছে। অবশেষে এক দাসী স্খলিতস্বরে প্রশ্ন করিল

মদনোৎসব বন্ধ থাকবে!

সন্নিধাতা সক্ষোভে বলিল—মহারাজের আদেশ।

অবরোধের অলিন্দে উল্কা ও বাসবী পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া আছে। কঞ্জুকী কুণ্ঠিতমুখে প্রবেশ করিল।

বাসবী বলিল—কঞ্চুকী মহাশয়, গীতবাদ্য বন্ধ হয়ে গেল যে!

কঞ্চুকী হতাশভাবে দুই হস্ত প্রসারিত করিল।

মহারাজ আদেশ দিয়াছেন—মদনোৎসব হবে না।

***

চারিদিক নিস্তব্ধ, কোথাও গীতবাদ্যের শব্দ নাই। সেনজিৎ আপন বিশ্রামগৃহে একাকী বসিয়া আছেন, তাঁহার ললাট ভ্রূবদ্ধ। তিনি দুই হাতে একটি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িতেছেন!

বটুক ভট্ট আসিয়া রাজার কাছে বসিলেন—

জয়োস্তু মহারাজ!

সেনজিৎ হাস্যহীন মুখে বটুক ভট্টকে নিরীক্ষণ করিলেন—

স্বস্তি।

শুনলাম, তুমি দোলপূর্ণিমার নৃত্য-গীত আনন্দ-উৎসব বন্ধ করে দিয়েছ! বেশ করেছ, ভাল করেছ, উত্তম কার্য করেছ।

সেনজিতের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—এইসব অর্থহীন উৎসব আমার ভাল লাগে না।

বটুক ভট্ট মুণ্ড নাড়িয়া বলিলেন—বটেই তো, কেন ভাল লাগবে! এবং তোমার যখন ভাল লাগে তখন প্রজাদেরই বা কেন ভাল লাগবে! কোন্ স্পর্ধায় তারা উৎসব করবে!

বটুক ভট্টের ব্যঙ্গ বুঝিতে পারিয়া সেনজিৎ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কিন্তু ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলেন—

কী বলতে চাও তুমি?

কিছু না বয়স্য। বছরের মধ্যে এই এক উৎসব, যেদিন ধনী-দরিদ্র বালকবৃদ্ধ একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু তুমি যখন নিষেধ করেছ তখন সকলে নীরব থাকবে। কেবল

কেবল?

কেবল তোমার পক্ষীশালার পাখিগুলো অকারণে বড় কিচির-মিচির করছে। যদি অনুমতি দাও এখনি গিয়ে তাদের গলা টিপে নীরব করে দিতে পারি।

সেনজিৎ কিছুক্ষণ নতমুখে রহিলেন, তারপর ব্যথাক্লিষ্ট মুখ তুলিলেন।

বটুক, তোমার কথাই সত্য। কিন্তু বয়স্য, আমার বুকের জ্বালা যদি বুঝতে!

বটুক ভট্ট গাঢ়স্বরে বলিলেন—আমি সব বুঝেছি বয়স্য। কিন্তু তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ!

যাক।–সন্নিধাতাকে ডাকো।

ডাকিতে হইল না, সন্নিধাতা অভিজিৎ নিজেই প্রবেশ করিল। দেখা গেল, তাহার পশ্চাতে পুরীর দাসদাসী দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সন্নিধাতা করজোড়ে বলিল—আজ্ঞা করুন আর্য।

সেনজিৎ ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিলেন-আমার আদেশ প্রত্যাহার করছি। যাও, সকলে উৎসব কর গিয়ে।

দ্বারের কাছে দাসদাসীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল—

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

মহারাজের জয়-জয় দেবপ্রিয় মহারাজ!

ভৃত্যেরা আনন্দ কোলাহল করিতে করিতে চলিয়া গেল।

বটুক ভট্ট বলিলেন—বয়স্য, আশীবাদ করি কন্দর্পদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হোন।

সেনজিৎ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—বটুক, দ্বার বন্ধ করে দাও, বাতায়ন বন্ধ করে দাও। উৎসবের শব্দ আমি শুনতে চাই না।

***

অবরোধের একটি কক্ষ। উল্কাকে ঘিরিয়া চারজন সখী বসিয়াছে, তাহারা উল্কাকে ফুলের অলঙ্কার পরাইয়া দিতেছে। কঙ্কণ অবতংস গলায় চন্দ্রহার—সমস্তই ফুলের। উল্কা চোখে-মুখে বিদ্রোহ ভরিয়া বলিতেছে

মহারাজ সেনজিৎ যে আদেশই দিন, আমরা বসন্ত-উৎসব করব। তিনি যদি পারেন, নিজে এসে বাধা দিন।

সখীরা নীরব। সহসা বাহিরে বিপুল বাদ্যোদ্যম শুনা গেল। সকলে হতচকিত হইয়া পরস্পর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন সময় কঞ্চুকী মহা-উল্লাসে প্রবেশ করিয়া বলিল—

সুসংবাদ! সুসংবাদ! মহারাজ আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। উৎসব হবে—মদনোৎসব হবে—

কঞ্চুকী প্রায় নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল। উল্কার মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, চোখে আশার আলো ফুটিল।

***

বেলা দ্বিপ্রহর। নগরের বিভিন্ন স্থানে আবার উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পুষ্করিণীর জলে রঙ গুলিয়া নাগরিক নাগরিকারা জলক্রীড়া করিতেছে। বিলাসী নাগরিকেরা নৌকায় চড়িয়া জলবিহার করিতেছে। বনে বনে প্রেমিক প্রেমিকাদের লুকোচুরি খেলা চলিতেছে, গাছে গাছে হিন্দোল দুলিতেছে।

অপরাহ্ন আসিল। উল্কার শয়নকক্ষে বাতায়নে দাঁড়াইয়া উল্কা প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার পুষ্পভূষা শুকাইয়া গিয়াছে। দূর হইতে উৎসবের মিশ্রিত ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে। উল্কার চোখে ব্যর্থতার শুষ্ক জ্বালা। মহারাজ আসেন নাই।

সহসা রূঢ় হস্ত সঞ্চালনে উল্কা নিজের গলার মালা ছিঁড়িয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, তারপর নিজ শয্যার পাশে আসিয়া বসিল। তীক্ষ্ণ নীরব কণ্ঠে ডাকিল—

বাসবী।

বাসবী উদ্বিগ্ন মুখে প্রবেশ করিল।

উল্কা প্রশ্ন করিল—বেলা কত?

বাসবী বলিল—অপরাহ্ন। কই প্রিয়সখি, মহারাজ তো এখনও এলেন না।

উল্কা দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল—আসবেন। তুই লেখনী মসীপত্র নিয়ে আয়, মহারাজকে পত্র লিখব—

বাসবী দ্রুতপদে চলিয়া গেল, উল্কা মুখে বাণ-বিদ্ধ মৃত হাসি লইয়া বসিয়া রহিল।

***

সায়াহ্ন। সেনজিৎ বিশ্রামগৃহে একাকী জানালার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। দীর্ঘ অন্তযুদ্ধে তাঁহার মুখ ক্ষত-বিক্ষত।

দ্বারের নিকট হইতে মন্ত্রী বলিলেন—

জয়োস্তু মহারাজ।

সেনজিৎ মুখ তুলিলেন-মন্ত্রী! কি প্রয়োজন?

মন্ত্রী প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মুখে কুণ্ঠা, হাতে কুণ্ডলীকৃত একটি লিপি।

ক্ষমা করবেন, একটা গুরুতর কথা মহারাজকে জানাবার জন্য এলাম।

কী গুরুতর কথা? কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি চলত না?

না মহারাজ, বিলম্বে ঘোর অনিষ্ট হতে পারে। আমরা জানতে পেরেছি যে গোপনে আপনার প্রাণনাশের চেষ্টা হচ্ছে

সেনজিৎ তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন—কে চেষ্টা করছে?

মন্ত্রী কহিলেন—মহারাজ, যাকে আপনি বিশ্বাস করে অবরোধে স্থান দিয়েছেন সেই চেষ্টা করছে।

সেনজিৎ চকিত বিস্ফারিত নেত্রে চাহিলেন। বলিলেন

বটে! প্রমাণ পেয়েছেন?

মন্ত্রী লিপি দেখাইয়া বলিলেন—এই যে প্রমাণ। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। লিচ্ছবি দেশের এক গুপ্তচর এই লিপি নিয়ে আসছিল, পথে আমাদের গুপ্তচর লিপি চুরি করে এনেছে। এতে পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে, সুযোগ পেলেই যেন রাষ্ট্রদূতী আপনাকে হত্যা করে।

লিপি লইয়া সেনজিৎ নীরবে পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখ অমার্জিত প্রস্তরখণ্ডের মত কর্কশ হইয়া উঠিল।

মন্ত্রী বলিলেন—মহারাজ, এখন এই বিশ্বাসঘাতিনী রাষ্ট্রদূতীকে—যদি অনুমতি হয়—

সেনজিৎ পত্রের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—যা করবার আমি করব, আপনি চিন্তিত হবেন না।

মন্ত্রী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিলেন-আপনি সাবধানে থাকবেন। সতর্ক থাকবেন।

সেনজিৎ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন-অবশ্য। আপনি এখন আসুন।

জয়োস্তু মহারাজ।

মন্ত্রী মহারাজের এই ঔদাসীন্য বুঝিতে পারিলেন না, একটু যেন অতৃপ্তভাবে প্রস্থান করিলেন। সেনজিৎ তখন আস্তরণে আসিয়া বসিলেন; আবার লিপি খুলিয়া পড়িলেন। তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি নিশ্বাস পড়িল।

উল্কা—আমাকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু কেন? কেন?

দ্বারের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া সেনজিৎ দেখিলেন একটি যুবতী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রশ্ন করিলেন

কে তুমি?

বাসবী সলজ্জভাবে বলিল—আমি উল্কার সখী-বাসবী।

সেনজিৎ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন।

কাছে এস।—তুমি উল্কার সখী! কী নাম তোমার?

বাসবী।

বাসবী। কিছু প্রয়োজন আছে?

বাসবী মহারাজের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন কঞ্চুলীর মধ্য হইতে একটি পত্র বাহির করিল।

মহারাজ, আমার প্রিয়সখী আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

পত্র হাতে লইয়া সেনজিৎ কিছুক্ষণ বাসবীর সলজ্জ সরল মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার সখী তাঁর মনের সব কথা তোমাকে বলেন?

বাসবী আরও লজ্জা পাইয়া নতমুখে বলিল—হাঁ, বলেন।

সেনজিৎ ধীরস্বরে বলিলেন—তিনি আমার প্রতি বিরূপ কেন বলতে পারো?

লজ্জা ভুলিয়া বাসবী সবিস্ময়ে চাহিল।

বিরূপ! মহারাজ, আমার প্রিয়সখী আজ তিন দিন আপনার পথ চেয়ে আছেন।

এবার সেনজিৎ সবিস্ময়ে চাহিলেন; তারপর নীরবে পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। পত্র পড়িতে পড়িতে তাঁহার মনে হইল তিনি উল্কার স্বর শুনিতে পাইতেছেন—

দেবপ্রিয়, আজ বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রে লজ্জাহীনা উল্কা প্রার্থনা জানাইতেছে—একবার দর্শন দিবেন কি? শুধু একটিবার দেখিব—আর কিছু না।

পত্র পাঠ করিয়া সেনজিৎ কিছুক্ষণ নির্বাক বসিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে পত্র কুণ্ডলিত করিয়া অন্য পত্রটির পাশে রাখিলেন; তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হয় তিনি গভীর চিন্তায় ডুবিয়া গিয়াছেন।

বাসবী সঙ্কোচভরে বলিল—মহারাজ, পত্রের উত্তর দেবেন কি?

সেনজিৎ সচেতন হইয়া বলিলেন—উত্তর! হাঁ—এই উত্তর।

সেনজিৎ অন্য পত্রটি লইয়া বাসবীর হাতে দিলেন। বাসবী ক্ষণেক পত্র-হাতে দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর যুক্তকরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। সেনজিৎ একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

দিনের আলো ফুরাইয়া আসিতেছে। বটুক ভট্ট আসিয়া রাজার নিকটে বসিলেন। বলিলেন—

বয়স্য, দিনটা তো উপবাসে কাটল, এবার পারণের ব্যবস্থা হোক।

সেনজিৎ বলিলেন-উপবাস! পারণ! বুঝতে পারলাম না।

বটুক ভট্ট বলিলেন—বুঝতে পারলে না? আচ্ছা, তবে একটা গল্প বলি শোনো। পুরাকালে ঘরট্টঘর্ঘর নামে এক উগ্রতপা মুনি ছিলেন—মুনিবর যখন নিদ্রা যেতেন তখন তাঁর নাক দিয়ে

সেনজিৎ ক্লান্তস্বরে বলিলেন—বটুক, আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জানো?

কী ইচ্ছে হচ্ছে বয়স্য?

তোমাকে শুলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

বটুক ভট্ট লাফাইয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে চলিলেন

বয়স্য, ও ইচ্ছা দমন করো, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে মরতে চাই

বটুক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সেনজিৎ অবিচলিত মুখে বসিয়া রহিলেন।

***

গভীর রাত্রি। পূর্ণিমার চাঁদ প্রায় মধ্যাকাশে।

অবরোধের সরোবর-তীরে শুভ্র সোপানশ্রেণীর এক পাশে উল্কা বসিয়া আছে। তাহার পরিধানে শুভ্র বেশ, দেহে অলঙ্কার নাই, একটি মাত্র বেণী অংসের উপর দিয়া বুকের মাঝখানে লম্বিত হইয়া আছে।

উল্কার হাতে বীণা। সে খেদ বিগলিত মৃদু কণ্ঠে গান গাহিতেছে—

ফাগুন রাতি পোহায়—তুমি এলে না!

***

সেনজিতের বিশ্রাম কক্ষ। চতুষ্কোণে দীপ জ্বলিতেছে, মুক্ত বাতায়নপথে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বহির্দৃশ্য দেখা যাইতেছে। সেনজিৎ বাতায়নের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন, উল্কার গান মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে—

চাঁদ মাথা নোয়ায়—তুমি এলে না।

সহসা সেনজিৎ বাতায়ন হইতে ফিরিলেন। প্রাচীরগাত্রে একটি কোষবদ্ধ ক্ষুদ্র ছুরিকা ঝুলিতেছিল, তাহা লইয়া নিজের কটিবন্ধে বাঁধিলেন। তারপর ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হইয়াছে।

সরোবরের ঘাটে উল্কা গান গাহিতেছে। তাহার দেহ মন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে—তুমি এলে না! তুমি এলে না!

হঠাৎ সেনজিতের স্বর শুনিয়া উল্কা চমকিয়া উঠিল—

উল্কা!

দীর্ঘ পদক্ষেপে সেনজিৎ আসিতেছেন। উল্কার কোল হইতে বীণা পড়িয়া গেল, সে উদ্ভাসিত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইল

দেবপ্রিয়!

সেনজিৎ আসিয়া উল্কার হাত ধরিলেন, আবেগ রুদ্ধ স্বরে বলিলেন—

উল্কা, আমি এসেছি। আর পারলাম না। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পারলাম না—

উল্কার কণ্ঠে গুঞ্জরণ উঠিল—প্রিয় প্রিয়তম

সেনজিৎ গাঢ়স্বরে বলিলেন—উল্কা! মায়াবিনি! এ তুমি আমায় কী করেছ? আমার রক্তের সঙ্গে তুমি মিশে গেছ—আমার বুকের স্পন্দনে তোমার নাম ধ্বনিত হচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছ না? এই শোনো।

সেনজিৎ উল্কার মস্তক নিজ বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। কিছুক্ষণ উভয়ে এইভাবে জগৎ সংসার ভুলিয়া রহিলেন। উল্কার চক্ষু আপনি মুদিয়া গিয়াছিল, সে ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। তাহার একটি হাত সেনজিতের কটির উপর ন্যস্ত হইয়াছিল, সেখানে কোষবদ্ধ ছুরিকার অস্তিত্ব সে অনুভব করিল। সে মাথা তুলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—

এ কি?

সেনজিৎ আত্মস্থ হইলেন, কটি হইতে নিষ্কোষিত ছুরিকা বাহির করিয়া উল্কার হাতে দিলেন—

হাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি নাকি আমাকে হত্যা করতেই মগধে এসেছ? এই নাও, তোমার কাজ শেষ কর।

উল্কা ছুরিকা লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিল— প্রিয়তম, এ উল্কা আর সে উল্কা নেই—সে উল্কা মরে গিয়েছে (স্বপ্নাবিষ্টমুখে হাসিল) আমি কে তা নিজেই জানি না। প্রিয়তম, তুমি বলে দাও

সেনজিৎ উল্কাকে আবার বাহুবদ্ধ করিলেন

উল্কা, তুমি মগধের পট্ট মহাদেবী।

সহসা মাথার উপর একটি পেচক কর্কশ চিৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। চমকিয়া উল্কা ঊর্ধ্বে চাহিল, তাহার স্বপ্নাচ্ছন্নতা কাটিয়া গেল; বজ্রনির্ঘোষের মত তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল—তুমি। বিষকন্যা! সে যন্ত্রবৎ উচ্চারণ করিল

পট্ট মহাদেবী—মগধের পট্ট মহাদেবী

সেনজিতের মুখের পানে চক্ষু তুলিয়া উল্কা দেখিল, তিনি মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। উল্কার চোখে ধীরে ধীরে ভয়ের ব্যঞ্জনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তারপর সে সেনজিতের বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সত্রাসে পিছু হটিয়া গেল।

না না না

সেনজিৎ ঈষৎ বিস্ময়ে উল্কার দিকে অগ্রসর হইলেন, উল্কা আবার পিছাইয়া গেল; আর্তস্বরে বলিল—

না না, রাজাধিরাজ, তুমি আমার কাছে এস না—

সেনজিৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ভর্ৎসনার কণ্ঠে বলিলেন—

ছি উল্কা, এই কি ছলনার সময়।

উল্কা এবার দেহ ও মুখের ভাব কঠিন করিয়া বলিল

মহারাজ, আপনি ভুল বুঝেছেন, আমি আপনাকে ভালবাসি না।

সেনজিৎ বলিলেন—আর মিথ্যে কথায় ভোলাতে পারবে না। এস–কাছে এস

উল্কা ব্যাকুলস্বরে বলিয়া উঠিল—না না, প্রিয়তম, তুমি জানো না—তুমি জানো না

কাঁদিতে কাঁদিতে উল্কা বাড়ির দিকে ছুটিয়া চলিয়া গেল। সেনজিৎ ক্ষণেক বিমুঢ় হইয়া রহিলেন, তারপর উল্কার অনুসরণ করিলেন।

***

অন্তঃপুর গৃহের দ্বার। উল্কা ছুটিতে ছুটিতে দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে সেনজিৎ দৌড়িতে দৌড়িতে সেই পথে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন—

উল্কা!

উল্কার শয়নকক্ষের দ্বার। উল্কা প্রবেশ করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। তাহার মুখ অশ্রুসিক্ত।

সেনজিৎ আসিয়া দ্বার ঠেলিলেন, দ্বার খুলিল না।

উল্কা!

কক্ষের ভিতর উল্কা কবাটে গণ্ড রাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার চক্ষু দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিতেছে। সে বলিল—

রাজাধিরাজ, বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে আপনার যোগ্য নারীর অভাব নেই, আপনি উল্কাকে ভুলে যান।

দ্বারের অপর দিক হইতে সেনজিৎ তিক্তস্বরে বলিলেন

হৃদয়হীনা, তবে কেন আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে?

আর্য, বুদ্ধিহীনা নারীর প্রগভতা ক্ষমা করুন। আপনি ফিরে যান, দয়া করুন। আমাদের মিলন অসম্ভব।

কিন্তু কেন—কেন? কিসের বাধা?

উল্কা ভগ্নস্বরে বলিল—সে কথা বলবার নয়।

সেনজিৎ বলিলেন—কেন বলবার নয়? তোমাকে বলতে হবে। আমি শুনতে চাই।

উল্কা ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিল। তারপর বলিল—

আচ্ছা, কাল সকালে বলব।

সেনজিৎ দ্বারের কাছে অধর আনিয়া স্নেহ-ক্ষরিত স্বরে বলিলেন—

উল্কা, আজ এই বসন্ত-পূর্ণিমার রাত্রি

উল্কা আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—না না না

সেনজিৎ ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন—ভাল– কাল সকালে বলবে?

বলব।

আশাহত দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সেনজিৎ চলিয়া গেলেন। উল্কা দ্বারের কাছে নতজানু হইয়া হৃদয়বিদারক কান্না কাঁদিতে লাগিল।

***

পরদিন প্রভাত। উল্কা শয়নঘরের বাতায়নে দাঁড়াইয়া আছে। মনের আগুনে পুড়িয়া পুড়িয়া রাত্রি কাটিয়াছে; উল্কার চোখের কোলে নীলাভ ছায়া তাহার মুখখানিকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার কেশ-বেশ শিথিল, কবরীর অর্ধ-শুষ্ক মালা অংসে লুটাইতেছে।

সহসা বাহির হইতে একটি তীর আসিয়া বাতায়নের কাষ্ঠে বিদ্ধ হইল। উল্কা চকিতে তীর বাতায়ন হইতে টানিয়া মুক্ত করিল। দেখা গেল তীরের কাণ্ডে একটি লিপি জড়ানো রহিয়াছে। উল্কা সযত্নে লিপি উন্মোচন করিয়া পড়িল। শিবামিশ্রের লিপি, তাহাতে লেখা আছে

কন্যা, স্মরণ রাখিও, শিশুনাগ বংশকে নির্মূল করা চাই!

পত্র হাতে লইয়া উল্কার মুখে একটি তিক্ত হাসির আভাস ফুটিয়া উঠিল—সে পত্রখানি ছিড়িয়া দুই খণ্ড করিল, তারপর চারিখণ্ড করিল। এই সময় বাসবী প্রবেশ করিল।

ওকি প্রিয়সখি, কার চিঠি ছিড়ছ? উল্কা বলিল-বৈশালী থেকে পিতা লিখেছেন—

সে পত্রের ছিন্নাংশগুলি বাতায়নের বাহিরে ফেলিয়া দিল।

জানিস বাসবী, পিতা একটি ভুল করেছেন। আমার শরীরেও যে শিশুনাগ বংশের রক্ত আছে তা তাঁর মনে নেই।

বাসবী হতবুদ্ধি হইয়া বলিল—তোমার শরীরে শিশুনাগ বংশের রক্ত!

উল্কা চমকিয়া আত্মসংবরণ করিল—ও–না না! আজ আমি কী সব বলছি তার ঠিক নেই।

ঘরের যে-প্রাচীরে অস্ত্রশস্ত্র টাঙানো ছিল উল্কা সেখানে গিয়া দুই হাতে দুইটি তরবারি তুলিয়া লইল। উল্কার হাতে ঋজু শাণিত তরবারি দুটি ঝকমক করিয়া উঠিল। সে দুই হাতে তরবারি ঘুরাইতে লাগিল।

এ কি করছ প্রিয়সখি!

দেখছি অসি-বিদ্যা ভুলে গেছি কিনা। আজ মহারাজের অস্ত্র-কৌশল পরীক্ষা করব। বাসবী, তাঁকে অসি-যুদ্ধে কি হারাতে পারব না?

বাসবী উন্মুক্ত অধরে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল

তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছি না!

উল্কা বলিল—তুই এখন বুঝতে পারবি না। আমি উদ্যানে যাচ্ছি, মহারাজ যদি আসেন তাঁকে বলবি, আমি মাধবীকুঞ্জে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছি।

উল্কা দুইটি তরবারি লইয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

***

উদ্যানের এক প্রান্তে মাধবীকুঞ্জ। পুষ্পিতা মাধবীলতা মাথার উপর বিতান রচনা করিয়াছে। বিতানতলে উল্কা এক পাশে দাঁড়াইয়া। তাহার দুই হাতে দুই তরবারির প্রান্তভাগ ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে। মুখে চোখে দৃঢ় যুযুৎসা। বিতানের অপর প্রান্তে সেনজিৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার বক্ষ বাহুবদ্ধ, চোখে কোমল ভর্ৎসনা।

আজ আবার এ কি নতুন ছলনা?

উল্কা চকিতে ফিরিয়া সেনজিৎকে দেখিল। তাহার মুখ কোমল হইল, আবার দৃঢ় হইল। সে বলিল—ছলনা নয়। আমাদের দুজনের মধ্যে এই তরবারির ব্যবধান।

সেনজিৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন—অর্থাৎ?

অর্থাৎ অসি-যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারলে আমাকে পাবেন না।

সেনজিতের বিস্মিতমুখে ঈষৎ কৌতুকের ছায়া পড়িল—

সে কী!

এই আমার বংশের প্রথা।

কিন্তু তুমি নারী, নারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব কি করে।

উল্কা ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল—মহারাজ কি আমাকে অস্ত্র-বিদ্যায় তাঁর সমকক্ষ মনে করেন না?

সেনজিৎ হাসিয়া বলিলেন—তা নয়। তোমার অস্ত্র-বিদ্যার পরিচয় আগেই পেয়েছি, এখনও বুক তোমার অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত কিন্তু উল্কা, আমি যদি যুদ্ধ না করি?

তাহলে আমাকে পাবেন না।

যদি জোর করে গ্রহণ করি?

তাও পারবেন না—এই তরবারি বাধা দেবে।

উল্কা ডান হাতের তরবারি তুলিল। সেনজিৎ দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন

বেশ, তোমার তরবারি আমাকে বাধা দিক।

সেনজিৎ যতই কাছে আসিতে লাগিলেন, উল্কার মুখ ততই বিবর্ণ হইতে লাগিল। শেষে উল্কার অসির অগ্র যখন সেনজিতের বক্ষ স্পর্শ করিবার উপক্রম করিয়াছে তখন উল্কা কম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিল—

মহারাজ, আর কাছে আসবেন না

মহারাজ কিন্তু অগ্রসর হইতে লাগিলেন, উল্কা তখন নিজেই তরবারি টানিয়া লইল। সেনজিৎ উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। উল্কা বাধ্য হইয়া অসি নামাইল। সেনজিৎ তাহার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া কপট ক্রোধে বলিলেন—

আজ তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

উল্কা কাঁদিয়া ফেলিল

নিষ্ঠুর নির্দয়! তোমার কি কলঙ্কের ভয় নেই? অসহায়া নারীর ওপর অত্যাচার করতে তোমার লজ্জা হয় না?

www.bengaliebook.com

সেনজিৎ বলিলেন—না—হয় না। এস, এবার যুদ্ধ করি। (উল্কা চকিতে সজল চক্ষু তুলিল) পাছে তুমি মনে কর নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতেও আমি ভয় পাই, তাই অসি ধরলাম। এস।

উল্কা বলিল—প্রতিজ্ঞা করুন, যদি পরাজিত হন আমাকে স্পর্শ করবেন না।

সেনজিৎ গর্বিতস্বরে বলিলেন—প্রতিজ্ঞা করছি যদি পরাজিত হই, কখনও স্ত্রীজাতির মুখ দেখব না।

উল্কার হাত হইতে একটি তরবারি লইয়া সেনজিৎ কয়েক পদ পিছু হটিয়া অসিক্রীড়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু উল্কা বেশীক্ষণ যুদ্ধ করিতে পারিল না, তাহার তরবারি করচ্যুত হইয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়িল।

সেনজিৎ নিজের তরবারি ফেলিয়া দিয়া উল্কার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এবার হয়েছে?

উল্কা ব্যাকুল চক্ষে সেনজিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। সেনজিৎ তখন তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া কোমলস্বরে বলিলেন—

উল্কা, আর তো বাধা নেই।

উল্কা নিষ্প্রাণকণ্ঠে বলিল-না, আর বাধা নেই।...আজ মধ্যরাত্রে তুমি এস, তোমার গলায় মালা দেব...আর...রক্তকমল দিয়ে তোমার পূজা করব।

***

রাত্রি। অন্তঃপুরের বৃহৎ একটি কক্ষে অসংখ্য দীপ জ্বলিতেছে, চারিদিক পুষ্পমালা পুষ্পস্তবকে সমাকীর্ণ। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বেদীর মত আসন, তাহাতে বধূ-বেশিনী উল্কা বসিয়া আছে। তাহার হাতে এক গুচ্ছ রক্তকমল। চারিজন সখী তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে ও গান গাহিতেছে। উল্কার মুখে স্বপ্নাতুর বেদনা-বিধুর হাসি।

সখীরা গান গাহিল

আজি উজল মন-মন্দির
    সুন্দর এলো
    তারে বরণ করিয়া নে লো।
    নয়ন সলিল ধারে
    ভুজ বন্ধন হারে
    মন-মন্দির দ্বারে
    বরণ করিয়া নে লো।
    সৌর-মুকুট শিরে—শোভে শিরে

কনক-পীত চীরে– ধীরে ধীরে
সুন্দর এলো
তারে হৃদয়ে বরিয়া নে লো—

নৃত্যগীত শেষ হইলে দেখা গেল, মহারাজ সেনজিৎ দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গে বর-বেশ, মুখে আনন্দের উদ্ভাস। সখীরা তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য দ্বার দিয়া অদৃশ্য হইল।

উল্কা উঠিয়া দাঁড়াইয়া স্থির আয়ত নয়নে রাজার পানে চাহিল; রক্তকমলগুচ্ছ তাহার বুকের কাছে রহিল। সেনজিৎ আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইলেন। চোখে চোখে অনির্বচনীয় প্রীতির বিনিময় হইল।

উল্কা!

সেনজিৎ উল্কার দুই স্কন্ধে হাত রাখিয়া তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিলেন, তারপর বিপুল আবেগভরে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। বক্ষে বক্ষ নিষ্পেষিত হইল। উল্কার মাথা সেনজিতের বুকের উপর এলাইয়া পড়িল।

উল্কা!

ঈষৎ উদ্বেগে সেনজিৎ উল্কার মুখের পানে চাহিলেন, উল্কা অর্ধনিমীলিত নেত্রে স্রিয়মাণ হাসিল। সেনজিৎ তাহাকে দুই বাহু দ্বারা বক্ষ হইতে দূরে সরাইয়া দেখিলেন। রক্তকমলগুলি বুকের মাঝখান হইতে ঝরিয়া পড়িল। সেনজিৎ সভয়ে দেখিলেন, শলাকার ন্যায় সূক্ষ্ম ছুরিকা উল্কার বুকে আমূল বিদ্ধ হইয়া আছে। তিনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন

উল্কা! সর্বনাশী! এ কী!

উল্কা অস্ফুটস্বরে বলিল—এখন অন্য কথা নয়, শুধু ভালবাসা—প্রিয়তম, আরও কাছে এস...তোমাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না

সেনজিৎ উল্কাকে দুই বাহু দিয়া বক্ষে তুলিয়া লইলেন। উন্মত্তের ন্যায় বলিলেন—

কিন্তু কেন উল্কা—কেন এ কাজ করলে?

উল্কার চোখের কোণ হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গলিয়া পড়িল। সে নির্বাপিত স্বরে বলিল—

প্রিয়তম, আমি বিষকন্যা–

উল্কা আরও কিছু বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বলিতে পারিল না; তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। সেনজিৎ তাহার মুখের উপর মুখ রাখিয়া হৃদয়বিদারক স্বরে ডাকিলেন—

উল্কা—উল্কা—উল্কা